Year 11 | Issue 11
29 MAR .- 04 APR. 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১১
১৪ চৈত্র ১৪৩০
১৮ রমজান ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

এসাইলাম সীকারদের সাথে প্রতারণার ফাঁদ

রুয়ান্ডায় যেতে এবং তিন হাজার পাউন্ড পেতে সহযোগিতার আশ্বাস

দেশ ডেস্ক, ২৯ ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে এসাইলাম-সীকারদের (আশ্রয়প্রার্থী) জন্য প্রতারণার নতুন ফাঁদ পেতেছে একটি চক্র। এর জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের একটি স্বেচ্ছাপ্রত্যাবাসন কর্মসূচিকে ব্যবহার করছে তারা। মূলত রুয়ান্ডায় যেতে এবং তিন হাজার পাউন্ড সহায়তা পেতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যুক্তরাজ্যে থাকা আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে চক্রটি। সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, প্রতারকেরা দুটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। একটি হলো সরকার ঘোষিত তিন হাজার পাউন্ড অর্থ সহায়তা। অন্যটি হলো, যুক্তরাজ্যে প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীদের রুয়ান্ডায় পাঠাতেই সরকার প্রণোদনা হিসেবে তিন হাজার পাউন্ড অর্থ দিচ্ছে বলে প্রচার করা।

আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তাকারী বেসরকারি সংস্থা মাইগ্রেন্ট হেল্পের নাম নিয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের ফোন দিচ্ছে প্রতারক চক্রের সদস্যরা। এসব কল দেওয়া হচ্ছে নম্বর গোপন করে। ফলে, কলদাতার পরিচয় শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

বিষয়টি নজরে আসার পর তাদের পক্ষ থেকে এমন কোনো কল করা হচ্ছে না বলে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে জানিয়েছে মাইগ্রেন্ট হেল্প।হোম অফিস এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এটি ভঙ্গুর মানুষদের সঙ্গে প্রতারণার নিষ্ঠুর কৌশল।

প্রত্যাবাসনে পুরস্কার:

একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্পের আওতায় তিন হাজার পাউন্ড অর্থের বিনিময়ে আশ্রয়প্রার্থীদের আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। যেসব আশ্রয়প্রার্থীর আবেদন প্রত্যাখ্যান হবে, তাদেরই এই প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। এর মধ্য দিয়ে আশ্রয় প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ব্যাকলগ দূর করতে চায় ব্রিটিশ সরকার। ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডল্টন ক্যান্সারে আক্রান্ত

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ: যুক্তরাজ্যের প্রিন্সেস অব ওয়েলস ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। গত শুক্রবার (২২ মার্চ) দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় কেট মিডলটন নিজেই তার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান। তবে তিনি সুস্থ আছেন এবং তার চিকিৎসা চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। শনিবার (২৩ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

অবশ্য কিছুদিন আগেই ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। এরপর এলো তারই পুত্রবধূ কেটের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে তিনি একটি সার্জারি করিয়েছিলেন। তারপর বেশ কিছু টেস্টের রিপোর্টে জানা গেছে, ৪২ বছর বয়সী প্রিন্সেস অব ওয়েলস কেট মিডলটন ক্যানসারে আক্রান্ত।

কেট জানিয়েছেন, ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি সামনে আসার পর আপাতত তার ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

বিশ্বের ১৪টি পর্বতশৃঙ্গ আরোহনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এভারেস্টজয়ী আকি রহমান

দেড় মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহের টার্গেটে

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ ২০২৪ : এবার বিশ্বের ১৪টি উচুঁ পর্বত আরোহন করতে চান এভারেস্ট জয়ী আকি রহমান। এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে চান দেড় মিলিয়ন পাউন্ড। এসব অর্থ ফিলিস্তিনের গাজাসহ বিভিন্ন দেশের নিপীড়িত অসহায় মানুষের কল্যাণে ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

এডুকেশন ও চ্যারিটি কাজে অংশ নিতে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমী টিমের বাংলাদেশ সফর

এডুকেশন ও চ্যারিটি কাজে অংশ নিতে সম্প্রতি বাংলাদেশে সফর করেছেন লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির প্রিন্সিপাল আশিদ আলী ও ক্যারিয়ার এডভাইজার মুহি মিকদাদ।

গত মাসের ফেব্রুয়ারিতে চ্যারিটি সংস্থা বিআরটি ইউকের সাথে এক গ্রুপ ট্যুরে তারা বাংলাদেশে যান। ঘুরে বেড়ান দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অংশ নেন মানবিক নানা কার্যক্রমে। সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেন নিপীড়িত

অসহায় মানুষের কল্যাণে। এ সময় তারা দেশের প্রায় ১৩টি জেলার ১৩টি স্কুল পরিদর্শন করেন । দেশের সকল জায়গায় প্রশাসন, সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন সিটির মেয়র তাদের বরণ করে নেন।

সফরসূচিতে ছিলো রাজধানী ঢাকা, সিলেট, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং কক্সবাজার। পাশাপাশি দেশের প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনসহ সারাদেশের অসংখ্য শহরে ভ্রমণ করেছেন। তারা বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপকরণ, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির লগো সম্বলিত টি-শার্ট, খেলাধুলার সরঞ্জাম বিতরণ করেন।

সিলেট সফরকালে ব্রিটিশ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল পরিদর্শন করেন, সেখানে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। স্কুলের শিক্ষা ও পাঠদান পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন এবং অনেক অনুপ্রেরণা নিয়ে আসেন । পরে বিশ্বনাথ এবং নবীগঞ্জের স্কুলগুলোতে সহায়তা প্রদান করেন। স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুবই খুশি হয় এসব অনুদান পেয়ে।

পরের সফরসূচিতে ছিলো রাজধানী ঢাকা। যেখানে প্রিন্সিপাল আশিদ আলী ও মুহি মিকদাদ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, ধানমন্ডি ৩২, জিয়াউর রহমানের সমাধি, নৌ বাহিনী জাদুঘর, মেট্রো রেল, এলিব্রেটেট এক্সপ্রেসওয়ে, শহিদ মিনার, নেভি ব্রিজ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকাসহ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি পরিদর্শন করেন । ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকার আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রত্যক্ষ করেন। বিশেষকরে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা সুবিধা,

আধুনিক শ্রেণীকক্ষ এবং স্কুলটিতে চাকরিরত বিদেশী শিক্ষকদের ব্যাপারে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এছাড়াও ঢাকার দরিদ্র অঞ্চলে বস্তিস্কুল পরিদর্শন করেন। সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন।

এরপর সফরসূচিতে ছিলো খুলনা জেলা, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের মাজার, রবিন্দ্রনাথের কুটি বাড়ি, বাঘা মসজিদ ও গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারতসহ ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখা। ঘুরে দেখেছেন ঐতিহাসিক পদ্মা সেতু।

রাজশাহীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা প্রকল্প, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে হাঁস পালন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুদান বিতরণ করেন । প্রায় ৮ হাজার হাঁস বিতরন করা হয় সুবিধা বঞ্চিত নারীদের মাঝে। ১০টি টিউবওয়েলের অনুদানও ছিলো উল্লেখযোগ্য। ৬ জন দরিদ্র মহিলাকে স্বাবলম্বী করার জন্য দোকান পরিচালায় অনুদান দেওয়া হয়।

এছাড়াও পরিদর্শন করেন ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ঐতিহাসিক রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটি। ঘুরে দেখানো হয় রাজশাহীর বিখ্যাত আমের বাগান। বিভিন্ন গ্রামে খেজুর বাগান ও গুড় চাষীদেরও অনুদান দেওয়া হয়।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল তাদের সফরকালে । সেখানে চ্যারিটি কার্যক্রমে তারা অংশ নেন। অসহায় ও নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের মানবেতর জীবন দেখে ব্যতিত ও কষ্ট পান প্রিন্সিপাল আশিদ আলী।

ভ্রমণের সবচেয়ে চমৎকার ও আকর্ষনীয় আয়োজন ছিলো সেন্ট মার্টিন দ্বীপে। দ্বীপটিতে শিক্ষামূলক, ক্রীড়া এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যতিক্রমী অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। দ্বীপের সৌন্দর্য ও পরিবেশ রক্ষায় ময়লা - আবর্জনা পরিস্কার অভিযান পরিচালনা করা হয়। তাতে অংশ নেন বিশ্বব্যাপি বাঙালীদের কাছে পরিচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন। যা স্থানীয় জনসাধারনের কাছে খুবই প্রশংসিত হয়।

প্রিন্সিপাল আশিদ আলী বলেন, বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। এই অভিজ্ঞতা তাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। দেশের সবচেয়ে আধুনিক ও ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন দেখেছেন তেমনি দেখার সুযোগ হয়েছে একেবারে তৃণমূল তথা বস্তিতে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রত্যক্ষ করেছেন অনেক বঞ্চনা ও সুযোগ সুবিধাহীনতা। শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য মোটেই কাম্য নয়। -বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

মাটির নিচে মিলল ৩০ হাজার পাউণ্ডের স্বর্ণখণ্ড

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ: যুক্তরাজ্য মাটির নিচে একটি সোনার খণ্ড (গোলড নাগেট) পাওয়া গেছে বার্মিংহ্যামের নিকটবর্তী শহর শ্রপশায়ারে। এটি যুক্তরাজ্যে এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় সোনার খণ্ড। গত ৩৫ বছর ধরে ধাতব বস্তু শনাক্তের কাজ করছেন রিচার্ড ব্রোক। তিনিই এ সোনার খণ্ডটি খুঁজে পেয়েছেন।

ঘটনাটি গত মে মাসের। ৬৭ বছর বয়সি ব্রোক তার সমারসেটের বাড়ি থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা দূরত্বে শ্রপশায়ারে হিলস এলাকায় ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

রুশ গণমাধ্যমে রাজা চার্লসের ভুয়া মৃত্যুর খবর

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ: সম্প্রতি মারণব্যধি ক্যান্সার ধরা পড়েছে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন আছেন। তবে, এরই মধ্যে রাজা চার্লসের মৃত্যুর ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ে রুশ গণমাধ্যমে। পরে অবশ্য রাজার বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে একটি বিবৃতি দিয়েছে মস্কোর ব্রিটিশ দূতাবাস।

গত সোমবার (১৮ মার্চ) এক ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

শিগগিরই সুদহার কমানোর ইঙ্গিত

৪.৫ শতাংশে নেমে আসার সম্ভাবনা

দেশ ডেস্ক, মার্চ ২৯ ডেস্ক: ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের নীতিনির্ধারকরা যুক্তরাজ্যে বিদ্যমান সুদহার বজায় রেখেছেন। তবে চলতি বছরে কমপক্ষে তিন দফা সুদহার কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। শর্ত হিসেবে বলা হচ্ছে, মূল্যস্ফীতি কমার 'উৎসাহজনক লক্ষণ' দেখা সাপেক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। খবর দ্য গার্ডিয়ান।

সাম্প্রতিক এক বৈঠকে ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক পঞ্চমবারের মতো সুদহার ৫ দশমিক ২৫ শতাংশে ধরে রেখেছে। অনেক দিন ধরে সুদহার কমানোর বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও বৈঠকে সে প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি।

আর্থিক খাতগুলো চলতি বছরে দশমিক ২৫ শতাংশীয় পয়েন্টের তিন দফা সুদহার কমানোর আশা করছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, বছরের মাঝামাঝি জুনে প্রথম ঘোষণাটি আসতে পারে।

আর্থিক সংস্থাগুলোর ওপর পরিচালিত এক জরিপের ভিত্তিতে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড জানিয়েছে, ২০২৪ সাল শেষ হ ও য় া র ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

মুক্তিযোদ্ধা দলের সমাবেশে মির্জা ফখরুল

দেশের মানুষ কারও প্রভুত্ব স্বীকার করবে না

ঢাকা, ২৬ মার্চ : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ফকির আলমগীরের গাওয়া একটি গান আছে, দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, কারও দানে পাওয়া নয়। আমরা রক্তের দাম দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি।

কারও দয়ার বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নাই। আজকে সেই বোধ নিয়ে রুখে দাঁড়ান। আন্তর্জাতিক বিশ্ব নিশ্চয় সেই বিষয়গুলো দেখবে। দেখেছে অতীতে। আর কোনো দেশ যদি মনে করে আমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে, বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন সেই প্রভুত্ব স্বীকার করেনি। মুঘল আমলেও করেনি, বৃটিশ আমলেও করেনি এবং পাকিস্তানের আমলেও করেনি। এখনো করবে না।

গতকাল রাজধানীর নয়াপলটন বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি। সকাল ১০টা ২০ মিনিটে এই সমাবেশ শুরু হয়। শেষ হয় বেলা ১২টায়। সমাবেশের ব্যানারের নিচে লাল ও কালো রঙে বাংলা এবং ইংরেজিতে লেখা ছিল 'ভারতীয় পণ্য বর্জন করুন'। গত বছরের ২৯শে অক্টোবর গ্রেপ্তারের পর সাড়ে তিন মাস

পর মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যান বিএনপি মহাসচিব। এরপর গত শনিবার দেশে ফিরে এটি তার প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদান।

তরুণ সমাজকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, হাফিজ (হাফিজ উদ্দিন আহমদ) ভাই আমার চেয়েও বড়। আমরা এখনো লড়ছি, কথা বলছি, লড়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা এখনো বিশ্বাস করি, এই দেশকে পরাধীন করে রাখার ক্ষমতা কারও নেই। আমরা বিশ্বাস করি এই ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী একটা রেজিম একটা শাসকগোষ্ঠী যারা আজকে জোর করে, কলা-কৌশল করে, বিভিন্ন নাটক করে ক্ষমতা দখল করে আছে তাদেরকে একদিন চলে যেতেই হবে। সেজন্য বলি, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে না নামলে আপনারা জয়ী হতে পারবেন না।

আন্দোলন প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, গত দুই বছরে আমাদের ২২ জন নেতাকর্মী রাজপথে প্রাণ দিয়েছেন। হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। অনেকের হাত ও পা ভেঙে দিয়েছে। ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নেতাকর্মীদের পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি বলেন, তারা (সরকার) বলে যে, দারিদ্র্যের সংখ্যা নাকি কমে এসেছে ১৯%। নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচির আওতায় সরকার যে ভাতা দেয় পত্রিকায় বলছে, ওখানেও (দরিদ্রভাতা) এরা ভাগ বসায়, তাদের জন্য বরাদ্দের টাকা নিয়ে যায়। এভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে, টাকার কোনো হিসাব নাই। ব্যাংকগুলো লোপাট করে দিয়ে এখন ব্যাংক একীভূত হচ্ছে, ওটা আবার আরেকটা দুর্নীতির ব্যবস্থা তৈরি করছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের শ্লীলতাহানির ঘটনাবলীতে ক্ষোভ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে ছাত্রদলকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। বিএনপি মহাসচিব বলেন, এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা ছাত্রীদেরকে শ্লীলতাহানি করেছে, আপনারা কি করেছেন? উত্তর দিতে পারবেন না। একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নাই। এই যে মেয়েরা বসে আছে আপনারা প্রতিবাদ করেন নাই। আমি কিছুক্ষণ আগে ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম, কোথায় গেল সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কোথায় গেল ছাত্ররা যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন করেছে, '৬৯-এর আন্দোলন করেছে, '৯০-এর আন্দোলন করেছে কোথায় গেছে তারা? আজকে ছাত্রদলের নেতারা এখানে যারা আছেন এভাবে শুধু স্লোগান দিলে হবে না, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

গাউছিয়া কাঁচাবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল শতাধিক দোকান

ঢাকা, ২৫ মার্চ : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের গোলাকান্দাইল এলাকায় অবস্থিত গাউছিয়া কাঁচাবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিটের চেষ্টায় ৩ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে প্রায় শতাধিক দোকানসহ মনোহরি মালামাল থেকে শুরু করে গাড়ির পার্টস, টিনসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ও মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল ভোর পৌনে তিনটার দিকে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক ঘেঁষা গাউছিয়া কাঁচাবাজারে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, গাউছিয়া কাঁচাবাজারে প্রায় শতাধিক দোকান রয়েছে। এসব দোকানে মুদি মনোহরি, সবজি, বিভিন্ন যানবাহনের পার্টস, কনফেকশনারি, মাংস, দই, মিষ্টি, বিভিন্ন প্রকার ফলসহ নানা ধরনের

মালামাল বিক্রি করা হয়। প্রতিদিনের মতো গত শনিবার রাতেও সারাদিন বেচাকেনার পর দোকানপাট বন্ধ করে ব্যবসায়ীরা বাড়ি চলে যান। ভোর পৌনে তিনটার দিকে ব্যবসায়ীরা জানতে পারেন গাউছিয়া কাঁচাবাজারে আগুন লেগেছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা বাজারজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় আগুনের লেলিহান শিখা প্রায় ৪০ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে উঠে যায়। রাতে বিকট শব্দে বজ্রপাত ও ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। বজ্রপাত ও বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করছেন ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পূর্বাচল, ডেমরা, আদমজী, কাঞ্চন ও আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিট প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে শতাধিক দোকানে থাকা বিভিন্ন প্রকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কূটনীতিকদের সম্মানে বিএনপি'র ইফতার মাহফিল

ঢাকা, ২৫ মার্চ : ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিকদের নিয়ে ইফতার মাহফিল করেছে বিএনপি। রোববার রাজধানীর

হোটেল ওয়েস্টিনে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৃটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক, যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হেলেন লা-ফেইভ, জার্মানির রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার, অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নারদিয়া সিম্পসন, ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার ড. বিনয় জর্জ অংশ নেন। এ ছাড়াও ইফতার অনুষ্ঠানে চীন, পাকিস্তান, নরওয়ে, সুইডেন, নেপাল, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ইফতারে কূটনীতিকদের স্বাগত জানান। এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইসরাইলি বাহিনী কর্তৃক ফিলিস্তিনের গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব। তিনি ফিলিস্তিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে 'টু স্টেট পলিসি'র দাবিও জানান। একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের ৭ই জানুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠান, বিরোধী দলের ওপর নির্মম দমনপীড়নের চিত্র তুলে ধরেন। বলেন, বাংলাদেশ একটা গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। দেশে একটা ফ্যাসিস্ট রেজিমের শাসন চলছে।

তারা ৭ই জানুয়ারি একটি নির্বাচন করেছে যেটা কোনো নির্বাচন হয়নি।

নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ হাজার হাজার নেতাকর্মী গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলা দায়েরের কথা বলেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, দেশের জনগণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই ফ্যাসিস্ট রেজিম সরকারের পদত্যাগ এবং নতুন নির্বাচনের জন্য সংগ্রাম করছে। বর্তমান সংকট সমাধানে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য জমিরউদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, জয়নাল আবেদিন, মীর নাসির হোসেন, বরকত উল্লাহ বুলু, আবদুল আউয়াল মিন্টু, শামসুজ্জামান দুদু, আহমেদ আজম খান, নিতাই রায় চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, ফজলে এলাহী আকবর, আবদুল কাইয়ুম, ফরহাদ হালিম ডোনার, সুজা উদ্দিন, ইসমাইল জবিউল্লাহ, মাসুদ আহমেদ তালুকদার, কেন্দ্রীয় নেতা মজিবুর রহমান সরোয়ার, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, শ্যামা ওবায়েদ, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, জহির উদ্দিন স্বপন, শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, কায়সার কামাল, আসাদুজ্জামান আসাদ, ফাহিমা নাসরিন মুন্নী, মীর হেলাল, মওদুদ হোসেন আলমগীর, শাহ নেসারুল হক, ইশরাক হোসেন, আতিকুর রহমান রুমন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

প্রমাণ করেছি সীমিত সম্পদ দিয়েও দেশ এগিয়ে নেয়া যায়

ঢাকা, ২৬ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের এই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র আজও থামেনি। ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো ওত পেতে বসে আছে কীভাবে বাংলাদেশের অগ্রসরমান অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করা যায়। তিনি বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও পঁচাত্তরের ঘাতক এবং তাদের দোসররা এখনো তৎপর রয়েছে পরাজয়ের বদলা নিতে। সুযোগ পেলেই তারা আঘাত হানবে। তাদের সামনে একমাত্র বাধা আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগকে ছলে-বলে-কৌশলে নিশ্চিহ্ন বা দুর্বল করতে পারলেই পরাজিত শক্তির উত্থান অনিবার্য। কাজেই কাণ্ডারি হুঁশিয়ার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাঙালি বীরের জাতি। যুদ্ধ করে আমরা এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয় -জাতির পিতার নির্দেশিত এই বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেই আমরা দেশ পরিচালনা করি। আমাদের কোনো প্রভু নেই, আছে বন্ধু।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রায় ২০ মিনিটের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৫৩তম বার্ষিকীতে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আমরা দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেকাংশেই

পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। এটা কোনো অসার বাগাড়ম্বর দাবি নয়। বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা প্রমাণ করেছি রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়েও একটি দেশকে এগিয়ে নেয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবার এবং ১৯৭৫-এর পর পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করেছে। একইসঙ্গে আমার দল আমাকে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। দেশবাসীর প্রতি আমার কর্তব্য হিসেবে এবং আমার পিতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য আমি বারবার এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি সকলের সমর্থন এবং সহযোগিতা নিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাবার।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

শ্রদ্ধা ভালোবাসায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ

ঢাকা, ২৭ মার্চ : ‘সব কটা জানালা খুলে দাও না/ আমি গাইবো গাইবো বিজয়েরই গান/ ওরা আসবে চুপিচুপি/ যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ/ সব কটা জানালা খুলে দাও না।’ গতকাল মহান স্বাধীনতা দিবসে বাঙালি জাতি হৃদয়ের সবকটা জানালা খুলে দিয়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে জাতির শ্রেষ্ঠ

সন্তানদের মহান আত্মত্যাগের কথা। শপথ নিয়েছে সেই কাঙ্ক্ষিক্ষত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার, যে বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ‘জয় বাংলা’ শব্দের নিনাদ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার সূর্য সন্তানেরা। স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যুষে রাজধানীর উপকণ্ঠে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সফররত ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক। ৫৪তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণে ভুটানের রাজা চার দিনের সরকারি সফরে এখন বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভুটানই প্রথম বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। দীর্ঘ ১১ বছর পর ওয়াংচুক তাঁর পত্নীসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছেন। এর আগে সর্বশেষ ২০১৩ সালে রাজা ও রানি বাংলাদেশ সফর করেন। ভোর ৫টা বেজে ৫৭ মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি জাতীয় স্মৃতিসৌধের শহীদ বেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী এবং ভুটানের রাজা পুস্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পুস্পস্তবক অর্পণের পর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং ভুটানের রাজা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর একটি সুসজ্জিত চৌকশ দল এ সময় রাষ্ট্রীয় সালাম জানায় এবং বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এবং ভুটানের রাজা স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে রাখা দর্শনার্থী বইতে স্বাক্ষর করেন।

পরে দলের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে আরেকটি পুস্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

এ সময় জাতীয় সংসদের স্পিকার, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রিসভার সদস্যরা, জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, তিন বাহিনীর প্রধানরা, সংসদ সদস্যরা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিদেশি কূটনীতিক, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম জাতীয় স্মৃতিসৌধের শহীদ বেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ হলে সর্ব সাধারণের জন্য স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। দেশের নানা প্রান্ত থেকে শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসা মানুষের ঢল নামে স্মৃতিসৌধে। ফুলে ফুলে ভরে ওঠে শহীদ বেদি।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছে ‘অভিযাত্রী’ নামে একটি সংগঠন। ইতিহাসের পথরেখায় ‘শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা’ শীর্ষক স্লোগানে শীর্ষক এই পদযাত্রায় গতকাল যোগ দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

কেক খাওয়ার পর ট্রেনের নিচে ঝাঁপ মা-মেয়ের

ঢাকা, ২৬ মার্চ : যশোর সদর উপজেলার চুড়ামনকাটিতে ১২ বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক নারী। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে সদর উপজেলার চুড়ামনকাটি ইউনিয়নের পোলতাডাঙ্গা শ্মশানঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত লাকি বেগম (৩৫) সদর উপজেলার বড় হৈবতপুর গ্রামের মোকছেদ আলীর মেয়ে। ১২ বছরের মেয়ে সামিয়া আক্তার মিমকে নিয়ে তিনি সাতমাইল বাজারে একটি ভাড়াবাসায় থাকতেন। গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে মেয়েকে নিয়ে রেল লাইনের পাশ

দিয়ে লাকিকে হেঁটে যেতে দেখেছেন অনেকেই। এ সময় ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসামাত্রই মেয়ের হাত ধরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেন লাকি। এতে দুজনের শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর পরপরই স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি প্যাকেটে অর্ধেক খাওয়া জন্মদিনের কেক, কোমল পানীয়, জন্মদিন পালনের বিভিন্ন সরঞ্জাম ও একটি ব্যাগ দেখতে পান। ব্যাগে থাকা মোবাইল ফোন বের করে লাকির স্বজনদের বিষয়টি জানান তারা। খবর পেয়ে লাকি বেগমের বোন ও বোনজামাই ঘটনাস্থলে যান। তারা বলেন, লাকি বেগমকে তার কন্যা সন্তানসহ প্রথম স্বামীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে বিয়ে করেন এজাজুল নামে এক ব্যক্তি। বছরখানেক আগে এজাজুলও তাকে ডিভোর্স দিয়ে দেন। পরে এজাজুল আবার বিয়ে করার আশ্বাস দিলেও করেনি। এসব নিয়ে অশান্তি আর অভাবের মধ্যেই দিন কাটছিল লাকির। আত্মহত্যার খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে যায়। তারাও ধারণা করছেন, পারিবারিক অশান্তি, একাকিত্ব, অভাবের কারণেই এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যশোর ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক মফিজুল ইসলাম বলেন, রেলওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধারের পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে ৮ মাসে ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে

ঢাকা, ২৬ মার্চ : চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে সরকার সুদ ও আসলসহ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছে ২০৩ কোটি ডলার। এর মধ্যে সুদ ৮০ দশমিক ৫৯ ডলার এবং আসল ১২২ দশমিক ৪০ কোটি ডলার। অথচ গত বছরের একই সময়ে বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ পরিশাধ করেছিল ১৪২ দশমিক ৪১ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ৮ মাসে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে ৬১ কোটি ডলার। গতকাল অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যে এমন চিত্র দেখা গেছে।

ইআরডি জানিয়েছে, ঋণ পরিশোধের ব্যয় এতটা বাড়ার পেছনে সুদ পরিশোধই

মূলত ভূমিকা রাখছে। আট মাসে সুদ পরিশোধ করা হয়েছে ৮০ কোটি ৬০ লাখ ডলার (৮০৬ মিলিয়ন ডলার)। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ৪০ কোটি ৩০ লাখ ডলার সুদ বাবদ পরিশোধ করা হয়, যার তুলনায় এটি দ্বিগুণ হয়েছে। সংস্থাটি আরও জানায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণ প্রতিশ্রুতি বেড়েছে। উন্নয়ন সহযোগীরা এ সময়ে ৭২০ কোটি ডলারের ঋণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৭৮ কোটি ডলার। চলতি অর্থবছর বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে ৯৯২ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি আদায়ের লক্ষ্য রয়েছে বলেও জানানো হয়। ইআরডি'র তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে এডিবি'র কাছ থেকে।

এই সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া গেছে ২৬২ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি। এছাড়া জাপানের কাছ থেকে ২০২ কোটি ডলার, বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ১৪১ কোটি ডলারের ঋণ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বৈদেশিক অর্থছাড় হয়েছে ৪৯৯ দশমিক ৭ কোটি ডলার। এর আগের অর্থবছরের একই সময়ে অর্থছাড়ের পরিমাণ ছিল ৪৮৭ কোটি ডলার। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি অর্থছাড় করেছে এডিবি। এই সংস্থা অর্থছাড় করেছে ১৩০ কোটি ডলার। জাপান ছাড় করেছে ১০৪ কোটি ডলার। এরপর বিশ্বব্যাংক ছাড় করেছে ৮৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। এছাড়া রাশিয়া ৮০ কোটি ৫০ লাখ ডলার এবং চীন ৩৬ কোটি ১৭ লাখ ডলার ছাড় করেছে।

রাজাকারের তালিকা করতে এগোনোর 'সাহস পাচ্ছে না' জামুকা

ঢাকা, ২৭ মার্চ : আইন সংশোধন করে রাজাকারের তালিকা তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয় জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলকে (জামুকা)। তবে দেড় বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই তালিকা তৈরির কাজ এখনো দৃশ্যমান নয়। তালিকা করতে এগোনোর 'সাহস পাচ্ছে না' সংস্থাটি। তাকিয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিকে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক কয়েক দফায় জানিয়েছিলেন, চলতি বছরের মার্চ মাসেই রাজাকারদের তালিকা ঘোষণা করবেন। তবে সেটা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এদিকে রাজাকারের তালিকা তৈরিতে গবেষকদের নিয়ে কমিটি করা উচিত বলে মনে করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষকেরা।

২০২২ সালের আগস্টে জামুকা আইনের সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়। তাতে রাজাকারের তালিকা তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয় জামুকাকে। সম্প্রতি জামুকার কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁদের দাবি, রাজাকারের তালিকা তৈরি করতে গেলে শুরুতেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম অথবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের নাম চলে এসেছে। এমন ব্যক্তিদের নাম আসছে, যাঁরা অনেক বড় বড় অবস্থানে আছেন। রাজাকারের আত্মীয়স্বজন যেমন প্রশাসনে আছেন, তেমন ক্ষমতাসীন দলেও আছেন। ফলে তাঁরা এই তালিকা করতে এগোতে সাহস পাচ্ছেন না।

আইন অনুযায়ী পদাধিকারবলে জামুকার চেয়ারম্যান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী। জামুকার কর্মকর্তাদের ওই মন্তব্যের সঙ্গে অনেকটা একমত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকও। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ধরুন, আমরা এমন কাউকে পেলাম যিনি নামকরা রাজাকার ছিলেন, আবার তিনি আমাদের মতো কারও ভগ্নিপতি, তাই তিনি বাদ...। আবার আমি আপনাকে অপছন্দ করি, তাই তালিকায় আপনার নাম ঢুকিয়ে দিতে পারি। এভাবে তো তালিকা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়টা সহজ নয়।'

চলতি বছরের মার্চ মাসেই রাজাকারদের তালিকা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গতকাল সোমবার তিনি বলেন, এ বিষয়ে জামুকার সদস্য সাবেক মন্ত্রী শাহজাহান খানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনিই ভালো বলতে পারবেন।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীসহ স্বাধীনতাবিরোধী ১০ হাজার ৭৮৯ জনের তালিকা (প্রথম পর্ব) প্রকাশ করে সরকার। তবে তাতে নানা ভুল ও অসংগতি থাকায় শেষ পর্যন্ত তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

রাজাকারের তালিকা তৈরির অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চাইলে জামুকার সদস্য শাজাহান খান গতকাল সোমবার বলেন, 'আমি দেড় শ জনের তালিকা পেয়েছি। মন্ত্রী চাইলে এটা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় এটা পর্যায়ক্রমে দিলে নানা ধরনের সমালোচনা হবে, তাই সারা দেশ থেকে পেলে একবারেই তালিকা প্রকাশ করতে চাই।'

রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীসহ স্বাধীনতাবিরোধী ১০ হাজার ৭৮৯ জনের তালিকা (প্রথম পর্ব) ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সরকার প্রকাশ করে। তবে তাতে নানা ভুল ও অসংগতি থাকায় শেষ পর্যন্ত তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। সেই তালিকায় কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদেরও নাম ছিল। আবার কুখ্যাত অনেক রাজাকারের নাম তালিকায় ছিল না।

আমরা এমন কাউকে পেলাম যিনি নামকরা রাজাকার ছিলেন, আবার তিনি আমাদের মতো কারও ভগ্নিপতি, তাই তিনি বাদ...। আবার আমি আপনাকে অপছন্দ করি, তাই তালিকায় আপনার নাম ঢুকিয়ে দিতে পারি। এভাবে তো তালিকা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়টা সহজ নয়।

পরে নিজেরাই কাজটি করার উদ্যোগ নেয় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এ জন্য ২০২০ সালের ৯ আগস্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি একটি সংসদীয় উপকমিটি গঠন করে। শাজাহান খানের নেতৃত্বাধীন ওই কমিটি নিয়মিত বৈঠক করতে পারছিল না। পরে ২০২২ সালের এপ্রিলে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে আগের উপকমিটি বাতিল করে শাজাহান খানকেই আহ্বায়ক রেখে নতুন উপকমিটি করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণায় যুক্ত ব্যক্তিরা বলছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পর রাজাকারের তালিকা করতে গিয়ে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। তবে কাজটি করার সক্ষমতা সংসদীয় উপকমিটির কতটা রয়েছে, সে প্রশ্নও রয়েছে। বিশেষ করে এ ধরনের কাজে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাইয়ের জন্য পেশাদার ও দক্ষ জনবল দরকার। যেটি জামুকার নেই। সংসদীয় উপকমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেওয়ার মতো কাঠামো রয়েছে কি না, থাকলে সেটি যথেষ্ট কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এই অবস্থায় তালিকা তৈরির কাজটি কতটা দক্ষতা ও নির্ভুলতার সঙ্গে করা যাবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

আমি দেড় শ জনের তালিকা পেয়েছি। মন্ত্রী চাইলে এটা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় এটা পর্যায়ক্রমে দিলে নানা ধরনের সমালোচনা হবে, তাই সারা দেশ থেকে পেলে একবারেই তালিকা প্রকাশ করতে চাই।

ঢাকায় বৈধ রেস্তোরাঁ আছে মাত্র ১৩৪টি

রেস্তোরাঁর মালিকদের দাবি, নিবন্ধন ও লাইসেন্সপ্রক্রিয়া অনেক জটিল। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার দপ্তরে দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁরা হয়রান।

ঢাকা, ২৭ মার্চ : রেস্তোরাঁ ব্যবসা করতে চাইলে একজন বিনিয়োগকারীকে সরকারের সাতটি সংস্থার অনুমোদন ও ছাড়পত্র নিতে হয়। রেস্তোরাঁর জন্য প্রথমে নিবন্ধন ও পরে লাইসেন্স নিতে হয় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে। ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সরকারের সব সংস্থার প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও ছাড়পত্র নিয়ে ঢাকায় রেস্তোরাঁ ব্যবসা করছে মাত্র ১৩৪টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশন এলাকায় রয়েছে ১২৮টি রেস্তোরাঁ।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি ঢাকা জেলায় পাঁচটি উপজেলা রয়েছে। সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, দোহার ও নবাবগঞ্জ–এই পাঁচ উপজেলার মধ্যে শুধু সাভারের ৬টি রেস্তোরাঁর লাইসেন্স রয়েছে।

বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে প্রথমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয় থেকে রেস্তোরাঁ ব্যবসা করার জন্য নিবন্ধন (অনুমতি) নিতে হয়। এই নিবন্ধন পাওয়ার পর ডিসির কার্যালয় থেকেই রেস্তোরাঁ ব্যবসার লাইসেন্স (সনদ) নিতে হয়। আইন অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর এক বছরের মধ্যেই ডিসির কার্যালয় লাইসেন্স দেবে নিবন্ধন পাওয়া রেস্তোরাঁকে।

২০২২ সাল থেকে লাইসেন্স নিয়ে রেস্তোরাঁ ব্যবসা পরিচালনার প্রবণতা কিছুটা বাড়তে দেখা যায় বলে জানান ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পাশাপাশি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশন ও সিভিল সার্জনের কার্যালয় থেকে অনুমোদন ও ছাড়পত্র নিতে হয় একজন রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীকে। এর বাইরে দই ও বোরহানির মতো বোতল বা প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্য কোনো রেস্তোরাঁ বিক্রি করলে বিএসটিআইয়ের অনুমোদন নিতে হয়।

ঢাকা জেলা প্রশাসনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, নিয়ম হচ্ছে নিবন্ধন পাওয়ার পর রেস্তোরাঁ নির্মাণের কাজ শুরু করবেন একজন বিনিয়োগকারী। একই সঙ্গে তিনি লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সরকারি অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও ছাড়পত্র নেবেন। লাইসেন্স পাওয়ার আগে কোনো রেস্তোরাঁ খাবার বিক্রি করতে পারবে না। যেসব রেস্তোরাঁর লাইসেন্স আছে, শুধু তারাই বৈধ। আবার নিবন্ধন পাওয়ার এক বছরের মধ্যে লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রসহ আবেদন না করলে নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে।

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, কারওয়ান বাজারের 'রেস্টুরেন্ট লা ভিঞ্চি' ২০০১ সালে প্রথম লাইসেন্স নিয়ে রাজধানীতে রেস্তোরাঁ ব্যবসা শুরু করে। এরপর ২০০৩ সালে কারওয়ান বাজার ও ঠাঁটারীবাজার শাখার জন্য লাইসেন্স নেয় হোটেল সুপার স্টার রেস্টুরেন্ট লিমিটেড। একই বছর আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান রেস্তোরাঁ ব্যবসার জন্য লাইসেন্স নেয়। ট্রান্সকম ফুডস লিমিটেডের কেএফসি এবং পিৎজাহাটের শাখাগুলোও লাইসেন্স এবং নিবন্ধন নিয়ে ব্যবসা করছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পাশাপাশি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশন ও সিভিল সার্জনের কার্যালয় থেকে অনুমোদন ও ছাড়পত্র নিতে হয় একজন রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীকে।

২০২২ সাল থেকে লাইসেন্স নিয়ে রেস্তোরাঁ ব্যবসা পরিচালনার প্রবণতা কিছুটা বাড়তে দেখা যায় বলে জানান ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা। তিনি বলেন, ২০২২ সালে ১১টি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স নিয়েছে। এরপর ২০২৩ সালে ৩০টি এবং ২০২৪ সালে এখন পর্যন্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠান রেস্তোরাঁ ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স নিয়েছে।

লাইসেন্স পেতে এখন ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন আছে ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের; যারা ইতিমধ্যে রেস্তোরাঁ ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিবন্ধন পেয়েছে। এসব তথ্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্র নিশ্চিত করেছে।

লাইসেন্স ছাড়া রেস্তোরাঁ ব্যবসা করার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর বেইলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজ নামের একটি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর। আটতলা ওই ভবনে আগুনে নিহত হন ৪৬ জন। ভবনে ৮টি রেস্তোরাঁ ছিল। যদিও ভবনটিতে রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠার কোনো অনুমোদনই ছিল না। সেদিন আগুনে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের কেউ পরিবার নিয়ে, কেউ স্বজনদের নিয়ে, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে খেতে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ ভবনে থাকা রেস্তোরাঁগুলোতে কাজ করে সংসার চালাতেন।

লাইসেন্স ছাড়া রেস্তোরাঁ ব্যবসা করার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর বেইলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজ নামের একটি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর।

বেইলি রোডের ভবনে আগুনের পর রাজধানীজুড়ে অভিযান শুরু করে সরকারের পাঁচটি সংস্থা–রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। সংস্থাগুলোর 'বিচ্ছিন্ন' অভিযানে রেস্তোরাঁ ভেঙে ফেলা ও সিলগালা করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

ওই সব অভিযানে রেস্তোরাঁর কর্মীদের গ্রেপ্তার ও জরিমানা করা হয়। এর মধ্যে ডিএমপি ১০ দিনে (৩-১৩ মার্চ) ১ হাজার ১৩২টি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে ৮৭২ জনকে গ্রেপ্তার করে। যাঁদের প্রায় সবাই রেস্তোরাঁর কর্মচারী। অন্যদিকে রাজউক ৩৩টি ভবনে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৪৭ লাখ টাকা জরিমানা করে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন দুটি ভবন ও দুটি রেস্তোরাঁ সিলগালা করার পাশাপাশি ৭টি প্রতিষ্ঠানকে ৭ লাখ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। আর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন জরিমানা করেছে ২২টি প্রতিষ্ঠানকে, পরিমাণ ৬ লাখ ১৮ হাজার টাকা।

এর বাইরে সারা বছরই রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন সংস্থা।

বেইলি রোডের ভবনে আগুনের পর রাজধানীজুড়ে অভিযান শুরু করে সরকারের পাঁচটি সংস্থা–রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

রেস্তোরাঁ বলা যাবে কোনটিকে

বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন অনুযায়ী, ৩০ জন বা এর চেয়ে বেশি মানুষ যেখানে বসে মানসম্মত খাবার টাকার বিনিময়ে খেতে পারবেন, সেটিই রেস্তোরাঁ।

বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির হিসাবে, ঢাকায় রেস্তোরাঁর সংখ্যা এখন ২৭ হাজারের মতো। তবে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তারা মনে করেন, রাজধানীতে রেস্তোরাঁর সংখ্যা ৪০ হাজারের মতো হবে।

রেস্তোরাঁর মালিকদের দাবি, নিবন্ধন ও লাইসেন্সপ্রক্রিয়া অনেক জটিল। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার দপ্তরে দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁরা হয়রান।

নিবন্ধন ও লাইসেন্সপ্রক্রিয়া নিয়ে ব্যবসায়ীদের হয়রানির অভিযোগ প্রসঙ্গে ঢাকার জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমানের বক্তব্য জানার চেষ্টা করেছে প্রথম আলো। এ জন্য ২০ মার্চ দুপুরে তাঁর কার্যালয়ে যান এই প্রতিবেদক। দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। বলা হয়, তিনি কার্যালয়ে নেই। পরে মুঠোফোনে কয়েক দফা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রিং হলেও ফোন ধরেননি তিনি, খুদে বার্তা পাঠানো হলেও সাড়া দেননি।

রেস্তোরাঁর মালিকদের দাবি, নিবন্ধন ও লাইসেন্সপ্রক্রিয়া অনেক জটিল। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার দপ্তরে দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁরা হয়রান।

তবে ঢাকা জেলা প্রশাসনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, সব বিষয় ছাড় দিলে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় না। অনেকেই নিয়ম না মেনে ব্যবসা চালিয়ে যেতে চান। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের দেওয়া আইন ও বিধি মানতে রেস্তোরাঁর মালিকদের অনেকেই আসলে আগ্রহী নন। যেনতেনভাবে ব্যবসা করে বেশি মুনাফা করার প্রবণতা এখন অনেক বেশি দেখা যায়।

গুলিস্তানের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দি রাজধানী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের লাইসেন্স ২০১২ সালে নিয়েছিলেন ব্যবসায়ী এম এস আলম শাহজাহান। তিনি ২২ মার্চ বলেন, রেস্তোরাঁ লাইসেন্স করার প্রক্রিয়া যদি সহজ করা হতো, তাহলে প্রায় সবাই নিবন্ধন ও লাইসেন্স করতে আগ্রহী হতেন। এমন কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হয়, যেগুলো জোগাড় করতে করতেই মাসের পর মাস চলে যায়। অনেকে এই ব্যবসা করার ধৈর্য ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। নিবন্ধন ও লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করতে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কয়েক দফা সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল; কিন্তু কাজ হয়নি।

বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির হিসাবে, ঢাকায় রেস্তোরাঁর সংখ্যা এখন ২৭ হাজারের মতো। তবে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তারা মনে করেন, রাজধানীতে রেস্তোরাঁর সংখ্যা ৪০ হাজারের মতো হবে।

রাজধানী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের মালিক এম এস আলম শাহজাহান বলেন, ঢাকার এমন অসংখ্য ভবন আছে, যেগুলোর বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছর। এসব ভবন করার সময় বর্তমান সময়ের মতো এত সুপরিকল্পিতভাবে নকশা এবং কোন তলা কী কাজে ব্যবহৃত হবে, তা ঠিক হয়নি। কিন্তু রেস্তোরাঁর লাইসেন্স করতে হলে যে ভবনে রেস্তোরাঁ হবে, ওই ভবনের দলিলপত্র, ভবনের নকশাসহ অনেক তথ্য দিতে হয়। ভবনমালিকেরা ভাড়াটেদের দলিল ও নকশা দিতে চান না। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যাওয়া মানে দীর্ঘসূত্রতায় পড়ে যাওয়া।

নিবন্ধন পাওয়ার পরের ধাপে লাইসেন্স পেতে ঢাকার ডিসি অফিসে গত বছর আবেদন করেছে বাংলামোটর এলাকার আলম রেস্তোরাঁ ও মিনি চায়নিজ। এই রেস্তোরাঁর মালিকদের একজন ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম। তাঁর সঙ্গে ২২ মার্চ কথা বলেছে প্রথম আলো। তিনি বলেন, লাইসেন্সপ্রক্রিয়া অনেক বেশি জটিল। অনেক আগে থেকে তাঁরা ব্যবসা শুরু করলেও সব নথি জোগাড় করতে না পারায় এত দিন নিবন্ধন করেননি। গত বছর নিবন্ধন করেছেন।

রেস্তোরাঁ লাইসেন্স করার প্রক্রিয়া যদি সহজ করা হতো, তাহলে প্রায় সবাই নিবন্ধন ও লাইসেন্স করতে আগ্রহী হতেন।

যেসব নথি জমা দিতে হয়

রেস্তোরাঁ ব্যবসা করতে চাইলে প্রথমে নিবন্ধন করতে হয়। এ জন্য বেশ কিছু নথি ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দিতে হয়। এর মধ্যে নিজের জমিতে রেস্তোরাঁ করলে একরকম নথি এবং ভাড়া করা ভবনে করলে আরেক রকম নথি দিতে হয়।

নিজ জমিতে রেস্তোরাঁ করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দিতে হয়: ১. জমির মালিকানার মূল দলিল, নামজারি, বাড়িভাড়া বা ইজারা চুক্তির সত্যায়িত কপি। ২, ভবন নির্মাণের অনুমোদন ও শর্ত পূরণসংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত কপি। ৩. ডিটেইল স্ট্রাকচারাল প্ল্যান, নকশা ও সুবিধাদির বিবরণসংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত কপি। ৪. ব্যবসা পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট অনুমতিপত্র, ট্রেড লাইসেন্স বা সনদের সত্যায়িত কপি। ৫. ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে আবেদন ফি জমা দেওয়ার কপি। ৬. বিগত অর্থবছরে পরিশোধিত আয়কর প্রদানের প্রমাণকের সত্যায়িত ফটোকপি। ৭. ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপিসহ স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/পরিচালকবৃন্দের নাম ও ঠিকানা। ৮. মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস (সংঘস্মারক) এবং মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের (সংঘবিধি) সত্যায়িত ফটোকপি।

এসব নথি দেওয়ার পর রেস্তোরাঁর নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা হয়। ইস্যুর তারিখের পরের এক বছরের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। লাইসেন্স নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি সংস্থার ছাড়পত্র জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিতে হয়।

লাইসেন্স নিতে গেলে ভবনের মূল দলিলের ফটোকপি, ভবনের নকশার অনুমোদন জমা দিতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভবনমালিকেরা এসব নথি রেস্তোরাঁর মালিকদের দিতে চান না।

এর মধ্যে রয়েছে নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি। ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে লাইসেন্স ফি প্রদানের মূল কপি এবং আবেদনকারীর অঙ্গীকারনামা। সিভিল সার্জন বা সরকার অনুমোদিত কোনো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকের দেওয়া হোটেল কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের স্বাস্থ্যগত সনদ। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি। বিগত অর্থবছরে পরিশোধিত আয়কর প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) নিবন্ধন নম্বর ও প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। পরিবেশগত ছাড়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। অগ্নি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস দুর্ঘটনার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি। রাজউক/পৌরসভা/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত প্ল্যান (পরিকল্পনা) ও ডিজাইনের (নকশা) সত্যায়িত ফটোকপি। স্বত্বাধিকারী পরিচালকদের ছবিসহ জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

নিবন্ধন ও লাইসেন্স ফি

রেস্তোরাঁর আসনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নিবন্ধন ও লাইসেন্স ফি নির্ধারণ করা হয়। আবার আসনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে রেস্তোরাঁর ধরনও ঠিক করা হয়। যেমন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে রেস্তোরাঁয় যদি ৩০ থেকে ১০০ আসন থাকে, তাহলে এর ধরন হবে 'ডি'। সে ক্ষেত্রে রেস্তোরাঁয় শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (এসি) থাকলে নিবন্ধন ফি তিন হাজার টাকা আর নন-এসি হলে দুই হাজার টাকা ফি দিতে হয়। রেস্তোরাঁয় ১০১ থেকে ২০০ আসন থাকলে এর ধরন হবে 'সি'। সে ক্ষেত্রে এসি হলে সাড়ে তিন হাজার টাকা আর এসি না থাকলে আড়াই হাজার টাকা ফি হিসেবে সরকারি কোষাগারে দিতে হয়। একইভাবে ২০১ থেকে ৩০০ আসন পর্যন্ত হলে তার ধরন হবে 'বি'। আর ৩০০ আসনের বেশি থাকলে তার ধরন হবে 'এ'। সে ক্ষেত্রে 'বি' ধরনের ফি (এসি) চার হাজার আর নন-এসি হলে তিন হাজার টাকা। আর রেস্তোরাঁর ধরন 'এ' (এসি) হলে সাড়ে চার হাজার টাকা, নন-এসি হলে সাড়ে তিন হাজার টাকা।

নিয়মের মধ্যে থেকে এবং মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ব্যবসায়ীরা যাতে রেস্তোরাঁ ব্যবসা করতে পারেন, সেই পরিবেশ সরকারকে তৈরি করতে হবে। শুধু অভিযানের নামে রেস্তোরাঁর মালিকদের ভয় দেখিয়ে কার্যকর সমাধানে পৌঁছানো যাবে না।

আবার লাইসেন্স করার সময়ও সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত পরিমাণ ফি জমা দিতে হয়। যেমন রেস্তোরাঁর ধরন 'এ' হলে এবং এসি থাকলে ১৫ হাজার টাকা আর এসি না থাকলে ১০ হাজার টাকা দিতে হয়। 'সি' হলে (এসি) ১৮ হাজার টাকা আর এসি না থাকলে সাড়ে ১২ হাজার টাকা, 'বি'-এর জন্য (এসি) ২০ হাজার টাকা আর এসি না থাকলে ১৫ হাজার টাকা। রেস্তোরাঁর ধরন 'এ' হলে এবং এসি থাকলে ২৫ হাজার এবং নন-এসি হলে ২০ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয়।

রাজনীতিতে বাংলাদেশ দেউলিয়াপনার মধ্যে আছে

ঢাকা, ২৭ মার্চ : রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দেউলিয়াপনার মধ্যে আছে বলে মন্তব্য করেছেন ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। বলেছেন, স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিকভাবে নানান নেতিবাচক মন্তব্যের পরও বাংলাদেশ অর্থনীতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাজনীতিতে পিছিয়ে গেছে, মানুষের মধ্যে বেড়েছে বৈষম্য। গতকাল মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ঘুরে ফিরে ১৯৭৬ সালে বিদেশি লেখক জাস্ট ফ্যাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন একটি বই (বাংলাদেশ টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট) প্রকাশ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, বাংলাদেশের কোনোদিন উন্নয়ন হবে না, যদি হয় ২০০ বছর লাগবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ তো এগিয়ে যাচ্ছে, তবে বৈষম্য আছে। মানুষ পিছিয়েছে, রাজনীতি পিছিয়ে গেছে, অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, রাজনীতির বাংলাদেশ দেউলিয়া হয়ে গেছে। অর্থনীতিতে এগুলেও রাজনীতি পিছিয়ে গেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে এই যে ব্যবধান এটা বঙ্গবন্ধু চাননি।

বর্তমান নেতৃত্বের কাছে আমার দাবি থাকবে, রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে এই যে ব্যবধান, এটা ঘোচানোর ব্যবস্থা করুন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে কেমন দেখতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ কি তা হয়েছে? প্রশ্নটির উত্তর আমি দেবো না, আপনারা আপনাদের কাছে উত্তর জানবেন।

বাংলাদেশকে বলা হয়েছিল তলাবিহীন ঝুড়ি হবে। সেই ঝুড়িতে এখন অনেক তলা লেগেছে, কিন্তু উন্নয়ন হয়নি উল্লেখ করে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, সরকার বললেও আমি মানবো না, উন্নয়ন হয়নি, তবে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের পূর্বশর্ত, সঠিক প্রবৃদ্ধি হতে গেলে সুষম বণ্টন হতে হয়। শতভাগ সুষম বণ্টন হয়তো পৃথিবীর কোথাও নেই, তবে সেই পথে যাওয়ার মতো পথ, পদ্ধতি থাকতে হবে, যেটা তাজউদ্দীন আহমদের বাজেটে ছিল, অর্থমন্ত্রী ড. এ আর. মল্লিকের (১৯৭৫-৭৬) বাজেটে ছিল, তারপর থেকে আর পাইনি, এখন বাজেট আমলাতান্ত্রিক হয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনার বাজেটে আমরা বৈষম্য কমানোর দৃষ্টান্ত দেখতে চাই। এটা আপনার কাছে আমার প্রত্যাশা, কারণ আপনি মুক্তিযোদ্ধা।

অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, বাংলার মানুষের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার ফসল ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে এসে বুঝতে পারলেন পাকিস্তান স্বাধীন হলেও নিজ দেশে পরবাসী হয়ে গেছেন। এরপর তিনি স্বাধীনতার পথ খুঁজতে লাগলেন। এক সময় ছয়দফা আন্দোলনের ডাক দেন, যা ছিল সেই সময়ের রাজনীতিতে আগুন লাগার মতো ঘটনা।

জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই অগ্রযাত্রাকে অর্থবহ করতে সামনের দিনে আমাদের আরও অনেক দায়িত্ব আছে।

১৮ কোটি মানুষের একটিই প্রশ্ন, গণতন্ত্র কোথায় গেল: মঈন খান

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ মার্চ : বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান বলেছেন, 'আজ আমরা স্বাধীনতার পরে ৫৩ বছর অতিক্রান্ত করে এই স্মৃতিসৌধে এসেছি। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে লাখ লাখ মানুষ বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, যে আদর্শের জন্য যুদ্ধ করেছিল, তার নাম ছিল গণতন্ত্র। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। ৫৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের একটিই প্রশ্ন, গণতন্ত্র কোথায় গেল?'

সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শেষে আজ মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আবদুল মঈন খান এসব কথা বলেন।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনকালে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক, সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল মঈন খান বলেন, 'দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি কোথায় গেল? এটাই হচ্ছে আজকের প্রশ্ন। একটি সরকার আজ দেশে এসেছে, সে সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা মুখে বলে গণতন্ত্র, তারা বাস্তবে করেছে এক দলীয় শাসন। এবার করেছে বাকশাল টু

(২)। এটা আমার কথা নয়, এটা বিশ্ববাসীর কথা।'

স্বাধীনতার পাঠক কীভাবে ঘোষক হয়–আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন কথার পরিপ্রেক্ষিতে মঈন খান বলেন, 'চমৎকার প্রশ্ন! তবে আমি ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। ব্যক্তি রাজনীতি আমরা করি না। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, "ব্যক্তির চেয়ে দল বড়। দলের চেয়ে দেশ বড়।" ২৫ মার্চের কালরাতে আজকের যে আওয়ামী লীগ, যারা নিজেদের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে দাবি করে, তারা সেদিন কেন পলায়নপর ভূমিকা নিয়েছিল? জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন।'

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কোনো বিতর্কের সুযোগ রয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, 'আমরা বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আওয়ামী লীগের মতো আমরা কেউ কিছু বললে টুঁটি চেপে ধরি না। ভিন্নমত পোষণে গণতন্ত্র থাকবে। ইতিহাসই সব কথা বলে দেবে। আজ কাউকে বলে দিতে হবে না, কারা বাংলাদেশকে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল।'

উপজেলা নির্বাচনে যাচ্ছে না বিএনপি সিদ্ধান্ত অমান্য করলেই বহিষ্কার

ঢাকা, ২৭ মার্চ : বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল বিএনপি। দলটি আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও অংশ নেবে না। তবে তৃণমূলের অনেকের এ নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় সম্প্রতি দলের হাইকমান্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধান্ত অমান্য করে কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে মানে দলের পদ-পদবি থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হবে।

জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দলের কেউ উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেবে না। এটিই দলীয় সিদ্ধান্ত।

জানা যায়, সম্প্রতি ঢাকা বিভাগীয় জেলা-উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয় তৃণমূলের সঙ্গে দলটির হাইকমান্ডের। এ সময় তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জানান, চলমান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রয়েছে। উপজেলা নির্বাচনে দলের কেউ অংশ নিলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক জেলার শীর্ষ নেতারা বলেন, তাদের কাছে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে উপজেলা নির্বাচনে দলের কেউ অংশ নিলে তাদের বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হবে। অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনেরও কেউ অংশ নিলে তাদের বিরুদ্ধেও একই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দায়িত্বশীল নেতারা বলছেন, যারা উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী হতে দলের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছেন, শেষ মুহূর্তে দল সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে কিংবা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ে নমনীয় হলে তারা নির্বাচনে অংশ নেবেন। তবে সে রকম সম্ভাবনা এখন আর নেই।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে তারা আন্দোলন করছেন। এ জন্য নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন দরকার।

এ আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের অসংখ্য নেতা-কর্মী নিখোঁজ-খুন, পঙ্গু হয়েছেন। মিথ্যা মামলা-হামলা ও সাজা দেওয়া হয়েছে। বিএনপির আহ্বানে ৭ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন দেশের মানুষ বর্জন করেছেন। এ অবস্থায় ক্ষমতাসীনদের অধীনে উপজেলা নির্বাচনে গেলে জনমনে একটা ভুল বার্তা যাবে। মানুষ মনে করবে, বিএনপি তার অবস্থান থেকে সরে গিয়ে সরকারকে মেনে নিয়েছে। এ বিষয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে অতীতে যারা নির্বাচন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাচনে যারা অংশ নেবেন, তাদের বিরুদ্ধেও দল আগের মতোই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন বর্জনের পর বিএনপি উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। ওই নির্বাচনে শতাধিক উপজেলায় বিএনপির প্রার্থীরা বিজয়ী হন। ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের পরও স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলোয় প্রথমদিকে অংশ নিয়েছিল। ২০২১ সালের মার্চের পর দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি বিএনপি। বরং দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় তৃণমূলের অনেক নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন- বিএনপি নেতা তৈমূর আলম খন্দকার (নারায়ণগঞ্জ) ও মনিরুল হক সাক্কু (কুমিল্লা)। ২০২২ সালে এ দুজন সিটি নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। ২০২৩ সালের সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও অনেক নেতা দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় একই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় দলটি। যাদের বেশির ভাগ নেতা নিজেদের ভুল স্বীকার করে দলে ফেরার আবেদন করেও ফিরতে পারছেন না। এমন কঠোর অবস্থানের মধ্যেও যারা বিগত তিন মাসে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদেরও প্রত্যেককে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। প্রসঙ্গত, আগামী মে মাসে চার ধাপে ৪ শতাধিক উপজেলা পরিষদের নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন। প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ ৪ মে, দ্বিতীয় ধাপে ১১ মে, তৃতীয় ধাপে ১৮ মে এবং চতুর্থ ধাপের ভোট হবে ২৫ মে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে জানিয়েছে, তারা এবার স্থানীয় সরকারের কোনো নির্বাচনে দলীয় প্রতীক দেবে না। ফলে এ নির্বাচনে 'নৌকা' প্রতীক এবং আওয়ামী লীগের একক প্রার্থী থাকছে না।

গাজায় হত্যাকাণ্ড বন্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেয়া দুঃখজনক

ঢাকা, ২৫ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, বিশ্ব গাজায় হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে, কিন্তু তা বন্ধে কেউ কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফিলিস্তিনের ফতেহ আন্দোলনের (শাসক দল) মহাসচিব লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেবরেল আলরজউব গতকাল গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি একথা বলেন। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। বলেন, গাজায় ইসরাইলি হামলার বিষয়ে নীরব অবস্থানের জন্য মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কঠোর সমালোচনা করে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি এক ধরনের ভণ্ডামি। শেখ হাসিনা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত এবং এটি করা উচিত মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা এবং ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা লাঘবের জন্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৬৭ সালে গৃহীত প্রস্তাব অনুসরণ করতে বলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে, পূর্ব জেরুজালেম ফিলিস্তিনের রাজধানী হবে। প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার দ্ব্যর্থহীন সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে গাজায় নারী ও শিশুসহ হাজার হাজার মানুষ হত্যাসহ ইসরাইলি বাহিনীর হাসপাতালে হামলার নিন্দা করেন। তিনি গাজায় মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানান। শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে মিশরের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য দুই দফা ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে।

তিনি বলেন, আমি যেখানেই সুযোগ পেয়েছি ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামে সব সময় আওয়াজ তুলেছি। আওয়ামী লীগ শাসনামলে ১৯৯৭ সালে ইয়াসির আরাফাতের বাংলাদেশ সফরের কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ফিলিস্তিনের ফতেহ আন্দোলনের মহাসচিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার নিঃশর্ত সমর্থন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য ধন্যবাদ জানান। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেবরেল আলরজউব বলেন, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা দরকার এবং আন্তর্জাতিক সমপ্রদায়ের উচিত এই উদ্দেশ্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

মহান স্বাধীনতা দিবস

বাংলাদশের গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় হোক

২৬শে পালিত হলো মহান স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয় এবং ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। এই স্বাধীনতার জন্য ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছেন। প্রায় এক কোটি মানুষ দেশান্তরিত হয়েছেন। অসংখ্য মা-বোন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

স্বাধীনতার এই দিনে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সেই বীর সন্তানদের, যাঁরা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন। স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ধীরে ধীরে একটি জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং একাত্তরের ২৬ মার্চ চূড়ান্ত ডাক দিয়েছেন। স্মরণ করি জাতীয় চার নেতাকে, যাঁরা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের সংবিধানেও সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু আমরা তা কতটা অর্জন করতে পেরেছি? আর্থসামাজিক অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু সাফল্য আছে। মাথাপিছু আয় ও গড় আয়ু বেড়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে, শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। দারিদ্র্যের হার কমেছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৩ বছরে এসে বৈষম্য বেড়েছে। উন্নয়নের সুফলও আমরা সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি।

বর্তমান সরকারের আমলে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলসহ অনেকগুলো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ চলমান। কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা এখনো মেটানো যায়নি। সাম্প্রতিক কালে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় দরিদ্র ও সীমিত আয়ের মানুষ কষ্টে আছেন বলে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর প্রতিকারে সরকার টিসিবির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম দামে যে পণ্য সরবরাহ করছে, তা খুবই অপ্রতুল।

স্বাধীনতার অন্যতম প্রত্যয় ছিল গণতন্ত্র। একাত্তরে পাকিস্তানি শাসকেরা জনরায় অস্বীকার করেছিল বলেই এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলেন। কিন্তু গত ৫৩ বছরেও আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়ে ঐকমত্যে আসতে পারেনি। নির্বাচন নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা ছিল, সব দলের অংশগ্রহণে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি হবে। এ নিয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে নানা তৎপরতাও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশবাসী এমন একটি নির্বাচন পেলেন, যাতে নাগরিকেরা তাঁদের প্রতিনিধি বাছাই করার যথেষ্ট সুযোগ পাননি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনব্যবস্থার প্রতিই জনগণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন, যা প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের নির্বাচন-পরবর্তী বক্তব্যেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

নির্বাচন বা যেকোনো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে আলোচনার মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্ভাগ্যজনকভাবে আলোচনা বা সংলাপের পথ ধরতে অনাগ্রহী। আমরা যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে চাই, নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে।

স্বাধীনতার মূল চেতনাকে বিবেচনায় নিয়ে একটি কার্যকর ও টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইলে সংবিধানে বর্ণিত প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক মত ও যেকোনো ধরনের ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বাক্?স্বাধীনতাসহ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাও নিরঙ্কুশ করতে হবে। সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।

দলীয় সরকারের অধীনেও যেভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে

এহসান শামীম

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপরিচালনার প্রথম ধাপ হচ্ছে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করে কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্রপরিচালনা করবে তা নির্ধারণ করা। বাংলাদেশসহ যে কোনো রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। এটি বাংলাদেশ সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। জনগণ ভোটের মাধ্যমে নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দল বা জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করবে এবং পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করবে।

বাংলাদেশের জনগণ এ ধরনের নির্বাচনের দ্বারাই তাদের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। সেজন্যই জাতীয় নির্বাচন জনগণের কাছে একটি অতীব পবিত্র ও আনন্দ-উদ্দীপনার ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জাতীয় নির্বাচন নিকটবর্তী হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এমনই অবনতি ঘটে, জনগণের কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন ভূলুণ্ঠিত হয় এবং একটি বিতর্কিত সরকারের আবির্ভাব ঘটে।

জাতীয় নির্বাচনের এ দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এ পর্যন্ত যেসব সমস্যায় পড়েছে এবং তার উত্তরণের জন্য যে ব্যবস্থাদি নিয়েছে, তা সংক্ষেপে আবারও স্মরণ করা যায়। স্বাধীনতার ২ বছর পর ৭ মার্চ ১৯৭৩-এ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বকারী আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে এ নির্বাচনটি পরিচালিত হয়। আওয়ামী লীগ ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন পায়। একে ভূমিধস বিজয় বলা যায়। এ নির্বাচনটি সার্বিকভাবে সুষ্ঠু, ন্যায্য এবং অংশগ্রহণমূলক হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। তবে, এ নির্বাচনেও জাল ভোট প্রদান ও নিহত হওয়াসহ হানাহানির ঘটনা ঘটে। সীমিত পরিসরে হলেও ক্ষমতা অপব্যবহার করে জাল ভোট প্রদান ও হানাহানি দ্বারা ভোটে জেতার প্রচেষ্টা কোনো সুস্থতার লক্ষণ নয়।

১৯৭৫ সালে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিশাসিত একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিক জনগণের কোনো অভিমত নেওয়া হয়নি। জনগণের মতামত না থাকায় সংশোধনীটি সংবিধানের মৌলিক প্রেরণার ব্যত্যয় ঘটিয়েছে। এটি জাতীয় সংসদ যে বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়, তা করে রাষ্ট্রের মালিক জনগণকে উপেক্ষা করেছে। এভাবে সংসদের সিদ্ধান্তে জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করার বীজ রোপিত হয়।

১৯৭৫-পরবর্তীকালে দেশ সামরিক শাসনের শাসনাধীন হয়। এ সময়ে ৩টি নির্বাচন হয় ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে। শেষের দুটি নির্বাচনের একটিতে একটি বড় দল ও অন্যটিতে দুই বড় দল বয়কট করে। এ নির্বাচনগুলো অবাধ ও মুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। পক্ষপাতমূলক আচরণ, ভোট জালিয়াতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি ইত্যাদি ব্যতীত নতুন একটি অভিযোগ সংযোজিত হয়, যাকে ঃঃধঃব সধহধমবফ বষবপঃরড়হ বলা হয়। যেখানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যবহারপূর্বক সরকারি দল নিজেদের জয় নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচন কারচুপির একটি নতুন ধারা সূচিত হয়।

নির্বাচনকে সুষ্ঠু, মুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের পদ্ধতি গৃহীত হয়। এ পদ্ধতিতে সত্যিকার অর্থে ৫ম, ৭ম ও ৮ম সংসদ নির্বাচিত হয়। এ ৩টি নির্বাচনকে এখনো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন হিসাবে গণ্য করা হয়।

৯ম নির্বাচনটি সশস্ত্র বাহিনী প্রভাবিত একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জয়ী দল জনমত উপেক্ষা করে পরবর্তীকালে সংসদে একতরফাভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করে। এরপর দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন দুটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন হিসাবে অভিহিত হয়েছে। কারণ, জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়েছে। পূর্বাপর বিবেচনায় এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সক্ষমতা বাংলাদেশ এখনো অর্জন করতে পারেনি।

এখানে উল্লেখ্য, সংসদে বিজয়ী কোনো দল তাদের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে উল্লেখিত বিষয়াদি ব্যতীত সংবিধান সংশোধনবিষয়ক কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা জনগণের মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রস্তাব কোনো দলকে গ্রহণ করতে হলে তা জাতীয় নির্বাচনের আগে তা তাদের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে বিবৃত থাকা বাঞ্ছনীয়।

অতএব, বর্তমান সরকারের নিরঙ্কুশ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং জাতি একটি গভীর সংকটে পতিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বর্তমান সংবিধানে অনুপস্থিত এবং বিভিন্ন কারণে বিতর্কিত হওয়ায় রাষ্ট্রকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য নতুন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন যৌক্তিক হবে। জাতীয় নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক ও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদে বিবৃত নির্দেশনাবলি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

সুষ্ঠু, মুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক একটি নির্বাচন বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণে নির্বাচন পদ্ধতির যাবতীয় কার্যক্রম সংঘটিত হওয়া জরুরি এবং অত্যাবশক। নির্বাচন পদ্ধতির ভেতর যেসব বিষয়ের উপস্থিতি একান্ত জরুরি তা হলো-১. একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা। ভোট প্রদানের যোগ্য সব নাগরিক যাতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, সেজন্য ব্যাপক প্রচার ও উদ্যোগ গ্রহণ এবং নিশ্চিতকরণ। ২. ভোটকেন্দ্র নির্বাচনে যথাসম্ভব নিরাপদ স্থান নির্ধারণকরণ। ভোটাররা যদি ভোটকেন্দ্রকে নিরাপদ মনে করে, তবে তারা ভোটকেন্দ্রে যেতে আগ্রহী হবে এবং ভোট প্রদান বেশি হবে। একইসঙ্গে ভোটকেন্দ্রের ভেতর ও বাইরে উভয় অংশে নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা নজরদারিপূর্বক কোনো ধরনের গণজমায়েত যাতে সংঘটন হতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ৩. ভোটারদের নির্বিঘ্নে নিজ ভোট প্রদানের সব ব্যবস্থা সুসংহত করা এবং জাল ভোট প্রদান বা ব্যালট স্টাফিং সম্পূর্ণ বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ভোটার নিশ্চিত করে ব্যালট পেপার প্রদান করা হলে জাল ভোট প্রদান বন্ধ করা সম্ভব হবে। ৪. নির্ভুল ভোট গণনা। কেন্দ্রের ভোটকেন্দ্রেই গণনা করে সব প্রার্থীর প্রতিনিধির স্বাক্ষর নিয়ে কেন্দ্রেই ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা যৌক্তিক হবে। কমপক্ষে বড় দলের প্রার্থীদের প্রতিনিধির কেন্দ্রে উপস্থিত থাকা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। ৫. বড় দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। বড় দল নির্বাচন বর্জন করলে ভোটাররা ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত হয় এবং ভোট প্রদানের হার কম হয়। এ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হয় না। দেশ সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী সংসদ গঠন থেকে বঞ্চিত হয়। ৬. বড় দলগুলো এলাকায় পরিচিত এবং উৎকৃষ্ট গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দিলে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। এতে দলনিরপেক্ষ ভোটাররা ভোট দিতে আগ্রহী হবে এবং ভোটার টার্নআউটও বেশি হবে, যা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য একটি অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ। ৭. নির্বাচন তফশিল ঘোষণার পর সব দলের প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা (লেভেল প্লেয়িং ফি□) নিশ্চিত করা সুষ্ঠু, মুক্ত ও অংশগ্রহণ নির্বাচনের একটি প্রধান শর্ত। এর ব্যত্যয় ঘটালে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

ক্ষমতাসীন দলের অধীনে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠু, মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক হয়নি। বরং ভোটের আগে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মামলা দিয়ে কারাবন্দি করা হয়েছে, ভোটারদের ভোট দিতে ভয় দেখানো হয়েছে, সব ধরনের মিডিয়াকে ব্যবহার করে সরকারপক্ষে পক্ষপাতমূলক প্রচারের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়েছে ও বহুল আকারে ভোট জালিয়াতি হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচনকালীন সহিংসতার মাধ্যমে ভোটারদের ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ সবই খারাপ নির্বাচনের উদাহরণ।

এটি এখন প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ বাংলাদেশে নেই। পরিবেশ সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে যেসব কাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণ যৌক্তিক হবে, সেসব ভাবনার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. ক্ষমতাসীন সরকার দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত আমলাতন্ত্র, বিশেষভাবে প্রশাসন ও পুলিশ নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে সরকারি দলকে জেতানোর লক্ষ্যে পক্ষপাতমূলক আচরণ করার অভিযোগ জনগণ বিশ্বাস করে। সরকার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং পদ না থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি দিয়ে তাদের কাছ থেকে সুবিধা নিশ্চিত করে। সরকারি নিয়মিত পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং পদ ছাড়া পদোন্নতির এ বিশেষ সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ করলে আমলাতন্ত্র সরকারি দলের পক্ষপাতপূর্ণ আচরণে আগ্রহী হবে না। এতে নির্বাচনে অনেকটা সুস্থতা ফিরে আসবে।

২. সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নানা অভিযোগে হয়রানিমূলক মামলা ও জেল দিয়ে তাদের নির্বাচনে প্রচার-প্রচারণা থেকে নিবৃত রাখা। এতে সব দলের জন্য সমান সুবিধা ব্যাহত হয়, ভোটারদের মধ্যে ভয়ভীতির সৃষ্টি হয়, ভোট একপেশে হয় এবং ভোটার ঃঁৎহ ড়ঁঃ কম হয়। ভোট জালিয়াতি বেড়ে যায় এবং এতে ভোটের হার বেশি দেখানোর সুযোগ তৈরি হয়। এ পরিস্থিতি বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো নির্বাচন-এর নির্দিষ্ট সময় আগে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মামলার নামে গ্রেফতার ও জেলে পাঠানো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা নিশ্চিত করা। এতে ভোটের পরিবেশ অনেক স্বাভাবিক হবে। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক দেখভালের জন্য নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন যৌক্তিক হবে এবং পক্ষপাতের সুযোগ বন্ধ হবে। এ কমিটি পুলিশের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদায়ন নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৩. নির্বাচনের সময় প্রচার-প্রচারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার স্বার্থে সরকার নিজ কর্মকাণ্ডের প্রচার বৃদ্ধি করে এবং বিরোধীদের নিয়ে অপপ্রচার চালায়। এখানে একটি সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তদারকির ব্যবস্থা করা হলে প্রচার কার্যক্রমে ভারসাম্য আসবে এবং বিশেষ করে অপপ্রচার বন্ধ হবে। উল্লেখ্য, নির্বাচনের সময়ে প্রকল্প উদ্বোধন এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে। এটি সরকারি দলকে বাড়তি সুবিধা দেবে না এবং প্রকল্প কাজে অপব্যয় বন্ধ হবে।

এহসান শামীম : সাবেক সচিব; নির্বাহী সদস্য, ইনিশিয়েটিভ ফর দ্য প্রমোশন অব লিবারেল ডেমোক্রেসি

বাংলাদেশ সবচেয়ে অসুখী দেশ হিসেবে গণ্য হতে পারে: জি এম কাদের

ঢাকা, ২৬ মার্চ : জাতীয় পাটিৰ্র (জাপা) চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধী দলের নেতা জি এম কাদের বলেছেন, সুখের অভাব হয় দেশের মানুষের যখন সুশাসনের অভাব হয়। যেভাবে সুশাসনের অধঃপতন হচ্ছে, তাতে কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সবচেয়ে অসুখী দেশ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

সোমবার বিকেলে মতিঝিলের এজিবি কলোনি কমিউনিটি সেন্টারে জাপার ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আয়োজিত এক ইফতার অনুষ্ঠানে জি এম কাদের এ কথা বলেন। গত সপ্তাহে প্রকাশিত ‘ওয়ার্লড হ্যাপিনেস রিপোর্ট-২০২৪’-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি এসব কথা বলেন।

জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বিশ্বের ১৪৩টি দেশের মধ্যে এবার বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯তম। অথচ ২০২৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১৮তম এবং ২০২২ সালে ছিল ৯৪তম। সুখী দেশের তালিকা করার ক্ষেত্রে মানুষের সুখের নিজস্ব মূল্যায়ন, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে শূন্য থেকে ১০ সূচকে নম্বর পরিমাপ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিটি দেশের মানুষের ব্যক্তিগত সুস্থতার অনুভূতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, উদারতা, জিডিপি ও দুর্নীতির মাত্রা বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই জরিপে আফগানিস্তান ১৪৩তম হয়ে সবচেয়ে অসুখী দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করে জি এম কাদের বলেন, ‘আশঙ্কা আছে, যেভাবে অধঃপতন হচ্ছে, এ রকম চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সবচেয়ে অসুখী দেশ হিসেবে গণ্য হতে পারি। বর্তমানে দেশে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। কোথাও সুশাসন নেই। সরকারকে জবাবদিহি করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। স্বজনপ্রীতি আর দলীয়করণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই দেশের মানুষ তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, তাই অনিয়ম-দুর্নীতি বেড়েই চলেছে।’

জি এম কাদের আরও বলেন, ২০২৩ সালে সড়কে মৃত্যু হয়েছে ৫ হাজার ৬২৪ জনের। দেশের মানুষের জীবনের যেন কোনো দাম নেই। প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই অগ্নিকাণ্ড ঘটছে। প্রতিবছর শত শত মানুষের প্রাণ যাচ্ছে ভয়াবহ আগুনে।

দুর্নীতির বিস্তার অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে উল্লেখ করে বিরোধী দলের নেতা বলেন, ট্রান্সপারেন্সি

ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে দুর্নীতির হার বেশি। দুর্নীতির বিস্তার লাভ করছে প্রতিদিন। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতা পুরস্কারে ১০ গুণী

ঢাকা, ২৬ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পর্যায়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১০ বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় বেসামরিক পুরস্কার ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৪’ তুলে দিলেন। গতকাল সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করেন তিনি। এবার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে একজন, চিকিৎসাবিদ্যায় একজন পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া সংস্কৃতিতে একজন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে একজন এবং সমাজসেবায় তিনজন রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ এ পদক পেয়েছেন।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছেন কাজী আবদুস সাত্তার বীরপ্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক (মরণোত্তর) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আবু নঈম মো. নজিব উদ্দীন খাঁন (খুররম) (মরণোত্তর)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন ড. মোবারক আহমদ খান, চিকিৎসা বিদ্যায় ডা. হরিশংকর দাশ। সংস্কৃতিতে মোহাম্মদ রফিক উজ্জামান এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফিরোজা খাতুন এ পুরস্কার পেয়েছেন। সমাজসেবা/জনসেবা ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছেন অরণ্য চিরান, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী এবং এস এম আব্রাহাম লিংকন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ৫০ গ্রাম স্বর্ণের পদক, সম্মানির অর্থের চেক ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন পুরস্কার বিতরণী পর্বটি সঞ্চালনা করেন এবং পুরস্কার বিজয়ীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেন। স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ বিজয়ীদের পক্ষে মোহাম্মদ রফিক উজ্জামান অনুষ্ঠানে নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশবরেণ্য কবি-সাহিত্যিক লেখকসহ দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীরবে-নিভৃতে থেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে পুরস্কারে সম্মানিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাদের জন্য নয়, বরং জনগণের কল্যাণের জন্য এটা করতে হবে। কারণ, তারা কখনোই সামনে আসেন না বা আসতে চান না। নিজস্ব উদ্যোগে বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যারা মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন অবদান রেখে যাচ্ছেন তাদের পুরস্কৃত করতে পারাটাই সবচেয়ে বড় কথা। শেখ হাসিনা বলেন, এ পুরস্কারপ্রাপ্তির ফলে মানুষের জন্য ও দেশের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন এবং দেশের কল্যাণে কাজ করবেন, সেটাই আমরা আশা করি। সরকার প্রধান তার ভাষণে বিগত ১৫ বছর দেশ শাসনে আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য তুলে ধরে বলেন, অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি বাংলাদেশের সেই হারানো গৌরব আমরা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর যে মর্যাদা বাংলাদেশ অর্জন করেছিল এবং ’৭৫-এ জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর যা হারিয়ে যায়। তিনি বলেন, জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় রেখে যান। সেখান থেকে আমরা আরও এক ধাপ উত্তরণ ঘটিয়ে দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিতে পেরেছি-২০২৬ সাল থেকে যা কার্যকর হবে। আজ জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মাচের্র ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিলে স্থান পেয়েছে। ‘জয় বাংলা’ আবার ফিরে এসে এখন আমাদের জাতীয় স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের যাত্রা শুরু

সিলেটের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের যাত্রা শুরু হয়েছে। গত ২৫ মার্চ রবিবার পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনের দেশী লাউঞ্জে ইফতার মাহফিল ও পুনর্মিলনীর মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে ১৯৮৬ ব্যাচ থেকে ২০১৯ ব্যাচ পর্যন্ত সাবেক শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

২০০১ ব্যাচের ছাত্র এ.এইচ. চৌধুরী জামিল এবং আহসান সাদী আল-আদিলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সাবেক ছাত্র ক্বারী শরীফ উদ্দিন এর কোরাআন থেকে তেলেওয়াতের মাধ্যমে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ১৯৯১ ব্যাচের সাবেক ছাত্র আমির খসরু।

রামাদান বিষয়ক বিশেষ আলোচনায় কী-নোট স্পীকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন ৮৬ ব্যাচের সাবেক ছাত্র মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের মেম্বার সাব্বির আহমদ কাউসার, ৯৩ ব্যাচের সাবেক ছাত্র লুইসাম মসজিদের ইমাম মকসুদ ই-ইলাহি সাবির।

বিশেষ অথিতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্র ও ওয়ার্লড এসেম্বলি অফ মুসলিম ইউথ (ওয়ামি) এর পরিচালক ড. রেদোয়ান আহমদ। অনুষ্ঠানে নাশিদ পরিবেশন করেন সাবেক ছাত্র আইয়ুব আলী ও এনাম আহমেদ। কবিতা আবৃত্তি করেন ৮৭ ব্যাচের সাবেক ছাত্র ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ নূর।

স্মৃতিচারণ করেন সাপোর্টিং কেয়ারের ১৯৯১ ব্যাচের মুহিবুস সামাদ সবু, ২০০৭ ব্যাচের মাহি মিকদাদ এবং মোহাম্মদ বাহার। ইফতার মাহফিলে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র অংশ নেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমির খসরু জানান, লন্ডন থেকে জামেয়ার সাবেক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইফতার ও পুনর্মিলনী আয়োজনের মাধ্যমে জামেয়া অ্যালুমনাই এসোসিয়েশন এর পথচলা শুরু হল। রামাদান এর কারনে অংশ নেয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে আসতে পারেননি। তবে, এ বছরের জুলাই মাসে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বড় আকারে অনুষ্ঠান আয়োজন হবে বলে জানান তিনি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বিবৃতি

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস দেশের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় জনপদগুলোর মধ্যে একটি এবং সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের সময় ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং সরকারী জমিতে বাসিন্দাদের দ্বারা ফিলিস্তিনি পতাকা লাগানো দেখেছি।

"আমরা আমাদের টেনশন মনিটরিং গ্রুপ (টিএমজি) এর সাথে নিবিড়ভাবে কমিউনিটির মধ্যকার উত্তেজনা নিরীক্ষণ করি, এই গ্রুপটি বারার মধ্যে কমিউনিটি গ্রুপগুলির জন্য সম্ভাব্য উত্তেজনার উৎস সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে থাকে। টিএমজি-তে পুলিশ এবং মুসলিম ও ইহুদি উভয় কমিউনিটির সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আমাদের ইন্টার ফেইথ ফোরাম সহ বিভিন্ন কমিউনিটির সংগঠন রয়েছে।"

কাউন্সিলের মুখপাত্র আরো বলেন, "এখন পর্যন্ত, কাউন্সিল পতাকাগুলি না সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ আমরা বিশ্বাস করি এটি কমিউনিটির সংহতিকে অস্থিতিশীল করতে পারে। আমাদের সিদ্ধান্তটি মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং টিএমজির সাথে যোগাযোগ করে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে গ্রাফিতি, পোস্টার বা ঘৃণার প্রচারকারী পতাকা অন্তর্ভুক্ত নয় যা প্রদর্শিত হলে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা হয়। আমরা অনুধাবন করতে পারি যে এটি প্রতিটি বারার জন্য একটি স্থানীয় সিদ্ধান্ত।

"তবে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে আমাদের বারা এবং এখানকার কমিউনিটিগুলি সম্পর্কে কিছু অন্যায্য এবং বিভাজনমূলক অনুভূতির সাথে এই ইস্যুটির উপর ক্রমবর্ধমান দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে, এর অর্থ হল পতাকার বিষয়টি একটি বিস্তৃত নেতিবাচক আলোচনার অংশ হয়ে উঠেছে যা কিছু লোক টাওয়ার হ্যামলেটসকে এবং আমাদের বাসিন্দাদেরকে ভুলভাবে উপস্থাপন করতে ব্যবহার করে।"

মুখপাত্র বলেন, "আমাদের কমিউনিটিগুলোকে সমর্থন করার ব্যাপারে আমাদের ওভাররাইডিং দায়িত্ব সবসময়ই ছিল, এবং থাকবে, এবং আমরা বাসিন্দাদের ওপর প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

"ফলস্বরূপ, কাউন্সিল তার অবকাঠামো বা স্থাপনা থেকে পতাকা অপসারণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি যতটা সম্ভব সংবেদনশীলভাবে করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার এবং কমিউনিটির সংহতিকে অস্থিতিশীল করার সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনার জন্য এবং কমিউনিটির মধ্যকার উত্তেজনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এটি করা হবে।

"আমরা একটি বৈশ্বিক শহরের ক্ষুদ্র অংশ হতে পেরে গর্বিত এবং আমাদের সাম্প্রতিক বাসিন্দাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৮৭% মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে ভাল থাকে। এটি আরও বেশি লক্ষণীয় যখন বলা হয় যে টাওয়ার হ্যামলেটস দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা।"

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটস এর নো প্লেস ফর হেট ক্যাম্পেইন সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, সমতা এবং কমিউনিটিগুলোর মধ্যকার সুদৃঢ় সংহতির প্রচার করে। ওয়েবসাইট ভিজিট করে টাওয়ার হ্যামলেটস সম্পর্কে জানতে পারবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট: হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

আরআইএফ'র সভাপতি আসাদুজ্জামান শাফির পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন রাইটস অব দ্যা পিপলের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বরইকান্দি নিবাসী বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সিলেট মহানগরীর সাবেক অফিস সম্পাদক, আসাদুজ্জামান শাফির পিতা আব্দুল মালিক জিতু মিয়ার ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ। মরহুমের মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তারা। এক শোক বার্তায় সংগঠনটির সেক্রেটারি ফয়েজ আহমদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম মাসুদ,সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, সহ-সাধারন সম্পাদক জুমেল হুসাইন, মোঃ সানাউর রহমান চৌধুরী, রুহান তারিক, মোঃ রেজাউল করিম, শাহরিয়ার হোসেন সাকিব, রুবেল আহমদ, আব্দুল কুদ্দুস,কাওছার আহমদ রিফাত, কাওছার আহমদ, আবুল কালাম লস্কর সহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ যৌথ শোকবার্তায় বলেন, আমাদের মানবাধিকার সংগঠন এর সভাপতি আসাদুজ্জামান শাফির গর্বিত পিতা, দক্ষিণ সুরমা বরইকান্দি ১নং রোড (গাংগু) নিবাসী, গাংগু ইউনিট জামায়াতের সভাপতি, বরইকান্দি মিস্ত্রী জামে মসজিদের সাবেক সেক্রেটারি, বিশিষ্ট শালিস ব্যক্তিত্ব, হকার্স মার্কেটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মালিক জিতু মিয়া আমৃত্যু সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল কার্যক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন দ্বীনদার, পরহেযগার ও শালিস ব্যক্তিত্বকে ও আমাদের এক অভিবাবক হারালাম। যা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহ পাক মরহুম আব্দুল মালিক জিতু মিয়াকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন ও পরিবারবর্গকে এই শোক সইবার শক্তি দান করুন। সংবাদ

বৃটেনের যেখানেই বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

আল হারামাইন পারফিউমের ইফতার মাহফিলে ৫ হাজার মানুষের মিলনমেলা

বিশ্ববিখ্যাত বাংলাদেশি সুগন্ধি শিল্পপ্রতিষ্ঠান আল হারামাইন পারফিউমের পক্ষ থেকে প্রতিবছরের মতো এবারও আমিরাতের আজমানে

ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। গত ২৪ মার্চ কোম্পানির নিজস্ব ফ্যাক্টরীতে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এতে আমিরাত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী ও কমিউনিটির লোকজন, কোম্পানীর সাধারণ শ্রমিকসহ প্রায় ৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সবার অংশগ্রহণে ইফতার মাহফিল রীতিমতো মিলনমেনায় রূপ নেয়। প্রতিবছর বিদেশের মাটিতে আল হারামাইনের এমন মেলবন্ধনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

আল হারামাইনের সুগন্ধি বিশ্বে আজ এক সুপরিচিত নাম। আরবের বালুকাময় প্রান্তরের প্রাণকেন্দ্র মক্কায় ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে আল হারামাইন সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাত্রা করে। এরপর থেকে আমিরাতেই গড়ে ওঠে এর ফ্যাক্টরী আর প্রধান কার্যালয়। বর্তমানে ৩ হাজার বাংলাদেশি কর্মী এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। প্রতিবছর রমজান এলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ফ্যাক্টরীতে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। এতে সকল শ্রেণীর মানুষের মিলনমেলা ঘটে। মূলত মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ নেই তা প্রমাণ করতে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছেন কোম্পানির চেয়ারম্যান সিআইপি মাহতাবুর রহমান।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সাথে মেলবন্ধন ঘটানো আর সকল বৈষম্য ভুলে হাতে হাত রাখার জন্য এই আয়োজন করা হয়েছে।

আল হারামাইনের এই ইফতার মাহফিল কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন আর প্রবাসে বাংলাদেশের ইমেজ বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে জানিয়েছেন দূতাবাস ও কমিউনিটির লোকজন। একইসাথে আমিরাতের মাটিতে বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যে ব্যবসায়ী হিসেবে আছেন, এটা বাংলাদেশের জন্য গর্বের বলেও তারা মনে করেন।

দুবাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল বি এম জামাল হোসেন বলেন, এরকম মিলনমেলা দেশের ভাবমূর্তি বিদেশে প্রাণশক্তি বাড়ায়।

কমিউনিটি নেতা ও বায়ান্ন টিভির এমডি সিআইপি সালেহ আহমদ বলেন, নাসির সাহেব যে কাজ করে যাচ্ছেন, তা বাংলাদেশি বিশেষ করে সিলেটী হিসেবে আমরা গর্ব করি।

এদিকে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী মো. মহিববুর রহমানের কাছে সাধারণ প্রবাসিরা আবুধাবীতে বিমানের বড় ফ্লাইটের পাশাপাশি ঈদে ঘরফেরা প্রবাসির জন্য বিমানের টিকেটে সুলভ মূল্যে রাখার দাবী জানান। জবাবে প্রতিমন্ত্রী তা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

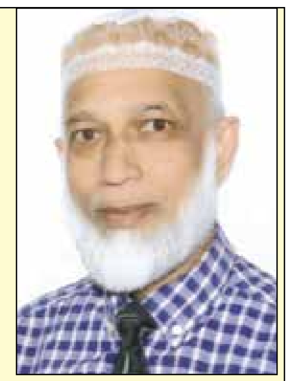

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
All Season Foods
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

জগন্নাথপুরে মতবিনিময় সভায় মহিব চৌধুরী

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ইংরেজি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে

লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মহিব চৌধুরী বলেছেন, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে এখনো আমরা আধুনিক শিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজিতে পিছিয়ে রয়েছি। একজন শিক্ষার্থীর ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে তাকে বিশ্বের কোথাও আটকানো যাবে না। ইংরেজি ও কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে আরও যত্মবান করে গড়ে তুলতে শিক্ষক অভিভাবকদেরকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

তিনি গত ২১ মার্চ শুক্রবার বিকেলে জগন্নাথপুর পৌর এলাকার মাহিমা রেস্টুরেন্টের কনফারেন্স হলে আয়োজিত কলেজ শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়, ঈদ উপহার বিতরণ , ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

জগন্নাথপুরের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে গঠিত সংগঠন ‘ইনভেস্ট ইন আওয়ার রুটস’র উদ্যোগে এবং এম.জে.এম ফাউন্ডেশনের পৃষ্টপোষকতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জগন্নাথপুর প্রেসক্লাব সভাপতি শংকর রায়ের সভাপতিত্বে ও মেধাবী শিক্ষার্থী ইমাদ আহমদের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও দৈনিক সিলেটের ডাকের সিনিয়র রিপোর্টার কাউসার চৌধুরী।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জগন্নাথপুর প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অমিত দেব, কোষাধ্যক্ষ মো. আব্দুল হাই , জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের রিসোর্স সেন্টারের প্রধান প্রশিক্ষক রাশেদ আহমদ চৌধুরী, আমির হামজা, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য দেন ঘোষাগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আবুল কাসেম। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ আরিফ আহমদ।

ইফতারের পূর্বে মোনাজাত পরিচালনা করেন আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাওলানা আবু সুফিয়ান। পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লটারি কুপনের মধ্য দিয়ে প্রবীণ সাংবাদিক ও শিক্ষানুরাগী মহিব চৌধুরী ঈদ উপহারের নগদ অর্থ বিতরণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিবিসিসিআই লন্ডন রিজিওনের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মর্যাদাশীল সংগঠন ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিবিসিসিআই) লন্ডন রিজিওনের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) হোয়াইচ্যাপলের সোনারগাঁও রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ইফতার এবং দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লন্ডন রিজিওনের প্রেসিডেন্ট মোঃ মনির আহমদ।

লন্ডন রিজিওনের ভাইস প্রেসিডেন্ট তোফাজ্জল আলম সার্বিক তত্বাবধানে এবং ডাইরেক্টর জেনারেল এ কে এম নুরুজ্জামানের পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব।

এসময় তিনি ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। আপনারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে সরকারের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা করা হবে এবং আপনাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

বিশেষ বক্তার বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন এডভাইজারি বোর্ডের প্রধান সাগির বকত ফারুক, চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমেদুস সামাদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট বশির আহমদ, ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল দেওয়ান মাহদী চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট জাহাঙ্গীর হক, ডাইরেক্টর হেলাল উদ্দিন খান, ডাইরেক্টর ড. সানাওয়ার চৌধুরী, ডাইরেক্টর আলী মোহাম্মেদ জাকারিয়া, ডাইরেক্টর আহমেদ হাসান, ডাইরেক্টর মুসলেহ আহমেদ, ডাইরেক্টর মোস্তাফা আহমদ লাকি, ডাইরেক্টর ডাইরেক্টর শফিকুল ইসলাম, ডাইরেক্টর এমদাদ আহমদ, ডাইরেক্টর আব্দুল মুমিন, ডাইরেক্টর সানুর খান, ডাইরেক্টর রফিক হায়দার, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জিএসসির সাবেক সাধারন সম্পাদক আসাব বেগ, নিউহ্যাম ওয়েলফেয়ার এসিসোয়েশনের চেয়ারম্যান লাকি মিয়া, লন্ডন রিজিওনের অর্থ সম্পাদক আবু সুফিয়ান জিলান, ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি(বিবিসিসিআই) এর মেম্বার হওয়ার জন্য আবেদন করেন বিসমিল্লাহ প্রপাটি লি: পরিচালক নাজমুল হক, ইস্ট লন্ডন প্রপাটির লিঃ কাজী সাহিন। ইফতার পূর্ব দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা জালাল উদ্দিন মোনাজাতে দেশ এবং জাতির কল্যাণ কামনার পাশাপাশি প্রয়াত এবং অসুস্থ ডাইরেক্টেরদের জন্য দোয়া করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
‘E3 DEBT MANAGEMENT’
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
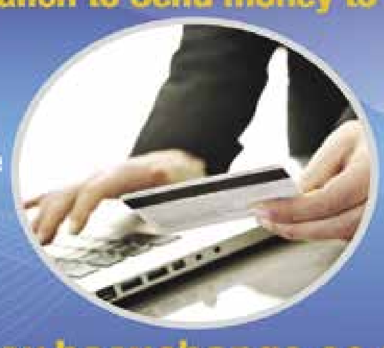
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com

Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

আগামী নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে ভোটার আইডি প্রয়োজন

ভোটারদের এখন ভোট দেওয়ার আগে তাদের পরিচয় যাচাই করার জন্য কিছু নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেওয়ার সময় অনুমোদিত ফটোগ্রাফিক আইডি দেখাতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে লন্ডনের আসন্ন মেয়র এবং ২ মে বৃহস্পতিবার লন্ডনের এসেম্বলি নির্বাচন।

ফটো আইডির স্বীকৃত অনুমোদিত ফর্মগুলি অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এতে সীমাবদ্ধ নয়: ইউকে, চ্যানেল আইল্যান্ডস, আইল অফ ম্যান, একটি ব্রিটিশ ওভারসিজ টেরিটরি, একটি ইইএ এস্টেট, বা একটি কমনওয়েলথ দেশের দেয়া পাসপোর্ট। যুক্তরাজ্য, উত্তর আয়ারল্যান্ড, চ্যানেল আইল্যান্ডস, আইল অফ ম্যান বা একটি ইইএ এস্টেট কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স। কিছু কনসেশনারি (রেয়াতি) ভ্রমণ পাস, যেমন একজন বয়স্ক ব্যক্তির বাস পাস বা ওয়েস্টার ৬০+ কার্ড। একটি পরিচয়পত্র যাতে প্রুফ অফ এজ স্ট্যান্ডার্ড স্কিম হলোগ্রাম ('পাস' কার্ড)।

পোস্টাল বা প্রক্সি দিয়ে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ভোটারদের ফটো আইডি দেখাতে হবে না। যদি কেউ কারও পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রক্সি হিসাবে কাজ করতে চাইলে তাদের ভোটকেন্দ্রে তাদের নিজস্ব ফটো আইডি দেখাতে হবে। যদি আপনার কাছে অনুমোদিত ফটো আইডি না থাকে, তাহলে আপনি ওয়েবসাইটে এ ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট (ভিএসি) নামে পরিচিত একটি বিনামূল্যের ভোটার আইডি নথির জন্য আবেদন করতে পারেন। একটি ভিএসি-এর জন্য আবেদন করতে হলে, আপনাকে অবশ্যই ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হতে হবে, একটি ছবি প্রদান করতে হবে এবং একটি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট জারি করার আগে শনাক্তকরণ প্রদান করতে হতে পারে। আপনি ওয়েবসাইটে গিয়ে ভোটার হিসেবে নিজের নাম নিবন্ধন করতে পারেন।

২ মে নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করার শেষ দিন হল মঙ্গলবার ১৬ এপ্রিল ২০২৪।

ফটো আইডি হিসেবে গ্রহণযোগ্য সকল আইডির সম্পুর্ণ তালিকা সহ ভোটার আইডি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে ভিজিট করুন অথবা ০৮০০ ৩২৮ ০২৮০ নম্বরে কমিশন হেল্পলাইনে কল করুন।

উল্লেখ্য, ২ মে বৃহস্পতিবার লন্ডনের ভোটাররা লন্ডনের মেয়র এবং ২৫ জন লন্ডন অ্যাসেম্বলি সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল ৭টায়, শেষ হয় রাত ১০টায়। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ৪ মে শনিবার।

এই বছর লন্ডনের নির্বাচন দুটি ভিন্ন মূল উপায়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমত, সকল ভোটারকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার সময় সাথে করে কটি অনুমোদিত ফটো আইডেন্টিফিকেশন (ফটো আইডি) নিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, লন্ডনের মেয়রের জন্য শুধুমাত্র একটি ভোট হবে, (যাকে বলা হয় ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট সিস্টেম)। অতীতে লন্ডনের মেয়রের জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় পছন্দের ভোট হয়েছে (যাকে বলা হয় সম্পূরক ভোট)। যোগ্য ভোটারদের নির্বাচনের আগে পোল কার্ড পাঠানো হবে যা আপনাকে জানাবে আপনার ভোটকেন্দ্র কোথায়। আপনি যদি আপনার পোল কার্ড কোথায় রেখেছেন, তা ভুলে যান, তাহলে টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইটের পোলিং স্টেশন ফাইন্ডার অপশনে গিয়ে নির্বাচনের সময়সূচী, এবং নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার মতো অতিরিক্ত তথ্য জানতে পারবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২০২৪ সালের 'সিজন অব বাংলা ড্রামা'য় অংশ নিন

বাংলা নাটকের বার্ষিক উৎসব 'এ সিজন অব বাংলা ড্রামা' এই বছরের শেষের দিকে ফিরে আসবে। কিউরেটররা প্রোগ্রামে নতুন নাটক অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাইছেন। 'আশা' প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে এবারের নাট্যোৎসবে অংশ নিতে আগ্রহী স্থানীয় এবং জাতীয় নাট্যকার বা সংস্থাগুলিকে তাদের আগ্রহপত্র জমা দেওয়ার জন্য স্বাগত জানানো যাচ্ছে। উৎসবের জন্য জমাকৃত নাটক হতে হবে নতুন এবং পূর্ব লন্ডনের দর্শকদের জন্য প্রাসঙ্গিক। আগ্রহ প্রকাশের সময়সীমা ২৬ মার্চ ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১০ টা। এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট অর্থাৎ অংশ নেয়ার আগ্রহ জানাতে ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার ২৩ মার্চ পূর্ব লন্ডনের ক্যাভেল স্ট্রীটের একটি রেষ্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি সাজিদুর রহমান এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সেক্রেটারী সাংবাদিক জুবায়ের আহমদের সঞ্চালনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা শীর্ষক আলোচনায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, আমরাও বিশ্ব দরবারে নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে পারতাম না। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা।

সভায় বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি অপপ্রচারে লিপ্ত এসব দেশবিরোধী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে আবারও ৭১এর ন্যায় ঐক্য বদ্ধ হতে হবে।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, সহসভাপতি, জামাল আহমদ খান, এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী সুহাম্মদ সালেহ আহমদ ,এ্যাসিসেটেন্ট সেক্রেটারী ডক্টর. আজিজুল আম্বিয়া, এ্যাসিসটেন্ট ট্রেজারার মির্জা আবুল কাশেম, ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসেলিটিজ সেক্রেটারী এ. রহমান অলি, সাবেক সহ সভাপতি ব্যারিষ্টার ইকবাল হোসেন, সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, ইমরান মাহমুদ, কবি ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, লেবার পার্টির হোয়াইটচ্যাপল শাখার সেক্রেটারী কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মোঃ সুয়েজ মিয়া, সাবেক কাউন্সিলর গীতিকবি শাহ সোহেল আমিন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মোঃ সুলতান আহমেদ, সালমান আহমেদ চৌধুরী, আব্দুস সত্তার, সেলিম আহমদ ও হাসান আহমেদ প্রমুখ। ইফতার পূর্বে মোনাজাতে পরিচালনা করেন সংগঠনের ট্রেজারার এসকেএম আশরাফুল হুদা। মোনাজাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, ৭১'র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মার শান্তি, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অ্যাসোশিয়োসনের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যের টাওয়ার হ্যামলেট কেয়ারার অ্যাসোশিয়োসনের উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মার্চ রবিবার পুর্ব লন্ডনের মায়েদা কনভেনশন হলে এ ইফতার মাহফিল দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে টাওয়ার হ্যামলেট কেয়ারার অ্যাসোশিয়োসনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লিটন আহমেদের সঞ্চালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআনুল কারিম থেকে তিলাওয়াত করেন সংগঠনের সভাপতি জাহিদ মিয়া। সভায় প্রধান অথিতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার জাহেদ আহমদ চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লেবার নেতা এবং কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অ্যাসোশিয়োসনের উপদেষ্টা শাহান আহমেদ চৌধুরী ও জগলুল খান, সহ সভাপতি ফজলুর রহমান, সফর উদ্দিন, জাকির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ বশির আহমদ প্রমুখ। ইফতার পূর্ব আলোচনা সভা শেষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা সুহেল সিদ্দিকী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুারো ডি চেঞ্জ

রামাদান মাসে ভালো থাকুন

পবিত্র রামাদ্বান মাসের জন্য মুসলমানদেরকে সুস্থ থাকতে এবং নিরাপদে রোজা রাখতে উৎসাহিত করছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। উপবাস বা রোজা ভঙ্গ করার সময় আপনার দেহের এনার্জী লেভেল বা শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সুষম খাবার খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

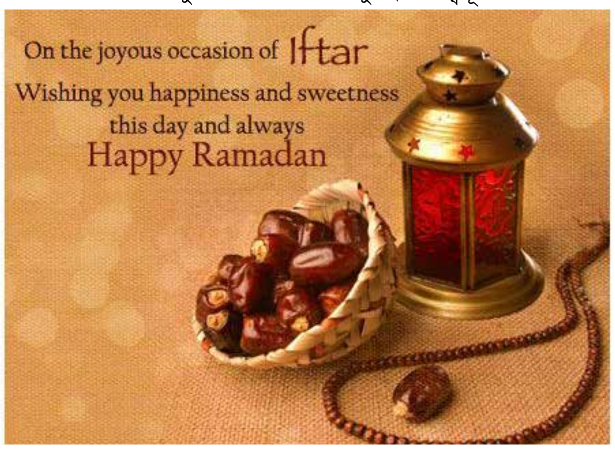

আপনি যদি রোজা রাখেন, তাহলে এটা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি প্রচুর পরিমাণে পানি পান করছেন এবং আপনার উপবাস ভাঙার সময় অর্থাৎ ইফতারে প্রচুর শাকসবজি, গোটা শস্যদানা এবং গ্রিল করা বা বেক করা চর্বিহীন মাংস, ডিম, মুরগি ও মাছ খাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করুন। এগুলো আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি জোগাবে। ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় যেমন কফি, চা এবং ফিজি পানীয়, ভাজা-পোড়া এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার, চর্বি এবং চিনি সমৃদ্ধ খাবার, চর্বিযুক্ত খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস এবং উচ্চ লবণযুক্ত খাবার সীমিত করা বা এড়িয়ে চলা ভাল।

আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে এবং আপনি রোজা রাখতে চান, তাহলে এটি করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় সম্পর্কে আপনার জিপি বা ডায়াবেটিস নার্সের সাথে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। ডায়াবেটিস ইউকে-এর ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং উর্দুতে রোজা রাখা এবং আপনার ডায়াবেটিস পরিচালনার বিষয়ে প্রচুর পরামর্শ রয়েছে।

মনে রাখবেন, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য রোজা থেকে রেহাই আছে, বিশেষ করে যদি আপনি ইনসুলিন নিয়ে থাকে বা আপনার কোনো চিকিৎসা জটিলতা থাকে। আরো তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটসে ২৮টি ফ্ল্যাটসহ আরো দুটি আবাসিক ভবন উদ্বোধন

টাওয়ার হ্যামলেটসে মোট ২৮টি নতুন ফ্ল্যাট সহ দুটি নতুন কাউন্সিল ভবন বাসিন্দাদের প্রবেশের জন্য এখন প্রস্তুত। মাইল এন্ড এলকারার আরবেরি এবং স্ট্রাহান রোডের কোণে সারাহ চ্যাপম্যান হাউস এবং বো এলাকার শেটল্যান্ড রোডে মেরি ড্রিসকল হাউস নামের ভবন দু'টি উদ্বোধন করা হয়েছে। উভয় বিলডিং এর নামকরণ করা হয়েছে ম্যাচগার্লদের নামে।

বো-তে অবস্থিত ব্রায়ান্ট এন্ড মে ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে কর্মরত মহিলা এবং কিশোরীদের নেতৃত্বে ১৮৮৮ সালের ম্যাচগার্লস স্ট্রাইক অর্থাৎ দিয়াশলাই প্রস্তুতকারী ম্যাচগার্লরা ধর্মঘট শুরু করেন।

শ্রমিকরা খারাপ অবস্থা, কম বেতন এবং সাদা ফসফরাস ব্যবহারে ভুগছিল, যা গুরুতর স্বাস্থ্য জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। সারাহ চ্যাপম্যান এবং মেরি ড্রিসকল ছিলেন স্ট্রাইক কমিটির সদস্য যারা কারখানার পরিচালকদের সাথে আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ম্যাচগার্লস স্ট্রাইক ছিল শ্রমিকদের অধিকারের জন্য একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত।

ধর্মঘটের সাফল্যের পরে, উভয় মহিলাই তাদের মহিলা ম্যাচমেকারদের নতুন ইউনিয়নের কমিটির সদস্য হয়েছেন। সারাহ চ্যাপম্যান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং লন্ডন ও লিভারপুলে টিইউসি কংগ্রেসের মিটিংয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ম্যাচগার্লস মেমোরিয়ালের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি সামান্থা এবং গ্রাহাম জনসন বলেছেন, “আমাদের লক্ষ্য হল ১৮৮৮ সালের ম্যাচগার্লস স্ট্রাইকের সাফল্যকে ইস্ট এন্ডে স্মরণীয় করে রাখা নিশ্চিত করা, তাই আমরা আনন্দিত যে ম্যাচগার্লসদের এই সামাজিক আবাসন উদ্যোগে স্মরণ করা হচ্ছে।”

সারাহ চ্যাপম্যান হাউস নামের আবাসিক ভবনটিতে নয়টি ঘর রয়েছে এবং মেরি ড্রিসকল হাউসে রয়েছে ১৯টি বাড়ি। উভয়ই ভবনেই এক, দুই এবং তিন-বেডরুমের ফ্ল্যাট রয়েছে।

কেবিনেট মেম্বার ফর রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজবিলডিং, কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেছেন, “আমরা চার বছরে ৪,০০০টি সত্যিকারের সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে নতুন এই দুই বিলডিং হচ্ছে আরেকটি পদক্ষেপ।” সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কমিউনিটি ইভেন্ট আয়োজকদের জন্য ফ্রি ট্রেনিং

যারা কমিউনিটি ইভেন্ট আয়োজন করে তাদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিনামূল্যে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্য হল ছোট আকারে, বিনামূল্যে স্ট্রিট পার্টি এবং বারার পার্কগুলোতে সর্বোচ্চ ৪৯৯ জন লোকের জন্য ইভেন্ট আয়োজন। সেশনগুলির মধ্যে থাকবে ইভেন্টের জন্য পরিকল্পনা করা এবং আবেদন করা এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। ২৬ মার্চ মঙ্গলবার সকাল ৯.৩০টা থেকে ১১.৩০টা পর্যন্ত অনলাইনে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। আপনার সাথে যোগাযোগের বিবরণ ইমেইল এড্রেসে পাঠান। অগ্রিম বুকিং অপরিহার্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক পুলিশ ইন্সপেক্টর আহবাব মিয়া।

সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মোঃ ছানাওর আলী কয়েছের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর ভিপি ইকবাল হোসেন, জিএসসি'র কেন্দ্রীয় চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, কাউন্সিলর সুলুক আহমদ, বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং রাজনীতিবিদ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল লেইছ, ব্যারিস্টার শাহ মিসবাউর রহমান,সাবেক জজ ব্যারিস্টার এনামূল হক,শিক্ষাবিদ সিরাজুল বাসিত,সম্ভাব্য এমপি পদপ্রার্থী তাহসিন আকুনজী।

মাওলানা আবু সাদেকের পবিত্র কোরআন তেলাওতের মধ্য দিয়ে সংগঠনের বিভিন্ন সামাজিক ইতিবাচক ভূমিকা ও রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি আব্দুর রব, অ্যাডভোকেট আমীর উদ্দীন, মজির উদ্দীন, ইকবাল হোসেন, আবুল মনসুর রুমেল, সফিক আহমদ, অধ্যাপক ফারুক আহমদ, সুফি সুহেল প্রমুখ। শেষে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী পরিবার ইউকের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা

সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী পরিবার ইউকের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যে পালিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা দিবস। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের। গত ২৫ মার্চ সোমবার গ্রেটার লন্ডনের চেজেলহার্স্টের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় এ আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল।

সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী পরিবার ইউকের সভাপতি আব্দুল আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী ও যুগ্ম সাধারন সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ আল আমিন। মুফতি লুৎফুর রহমান বিন নুরীর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আজহারুল ইসলাম সিপার।

আলোচনা সভায় টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন, সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল হুদা মুকুট ও সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নোমান বক্ত পলিন। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য মাসুক আহমেদ সরদার। বক্তারা মহান স্বাধীনতা দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন।

তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বলেই ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে স্বনির্ভর একটি দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের উপদেষ্টা সুহেল কাদির চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি নাসির উদ্দিন, হাসনাত আহমদ চুনু, মাহবুব হোসেন, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল মোমিন খান, সালেহ আহমদ, রফিক আলী, ইমরানুল হক ইমরান, আনোয়ার খান, ইউনুস আলী, আনোয়ার উদ্দিন খান চঞ্চল প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জুড়িতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে একই পরিবারের পাঁচজনের করুণ মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজারের জুড়ীতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৬ মার্চ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার পূর্ব গোয়ালবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন ওই গ্রামের ফয়জুর রহমান (৫০), তাঁর স্ত্রী শিরি বেগম (৪৫), মেয়ে সামিয়া বেগম (১৫) ও সাবিনা আক্তার (৯) এবং ছেলে সায়েম উদ্দিন (৭)। ওই ঘটনায় দগ্ধ শিশু সোনিয়া বেগমকে (১২) সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ওই ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যান মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) সারোআর আলম। তিনি বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের পাঁচজন মারা গেছেন। স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাঁদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, পূর্ব গোয়ালবাড়ি গ্রামে ফয়জুর রহমানের বাড়ির উঠানে পাঁচজনের লাশ রাখা। লাশ বহনের জন্য আনা হয়েছে পাঁচটি খাটিয়া। বাড়িতে লোকজনের ভিড়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজনেরাও ছুটে এসেছেন। লাশের পাশে বসে তাঁরা কান্নাকাটি করছেন। ঘরের ভেতর বিদ্যুতের তার, মিটার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খাটের লেপ-তোশকও পুড়ে গেছে।

পূর্ব গোয়ালবাড়ি সড়কের এক পাশে টিনের চালা ও বেড়ার তৈরি ঘরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে থাকতেন ফয়জুর রহমান। তাঁর ঘরের ওপর দিয়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির (পবিস) ১১ হাজার ভোলটের বিদ্যুতের লাইন টানানো। নিজের জমি না থাকায় রহমত আলী নামের স্থানীয় এক ব্যক্তির পতিত জমিতে ঘর তৈরি করেছিলেন ফয়জুর রহমান।

ফয়জুর রহমানের ঘরের পাশ ঘেঁষে পূর্ব ভাঙারপার জামে মসজিদ। ওই মসজিদের দারুল কিরাতের শিক্ষক আনোয়ার আশরাফ সিদ্দিকী বললেন, আজ সকাল পৌনে ছয়টার দিকে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। ফজরের নামাজ পড়ার পর তিনি বিদ্যুৎ লাইনের একটি খুঁটিতে আগুন জ্বলতে দেখতে পান। তিনিসহ অন্য মুসল্লিরা পবিসের লোকজনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেন।

আনোয়ার আশরাফ সিদ্দিকী আরও বলেন, এরপর তাঁরা ফয়জুরের বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ভেতর থেকে টিনের দরজা লাগানো। ডাকাডাকি করেও ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ মিলছিল না। পরে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন। একজনের ওপর আরেকজনের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাঁরা ফায়ার সার্ভিস, সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিভাগ ও জুড়ী থানা-পুলিশকে বিষয়টি জানান। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে এলাকাবাসীর সহায়তায় লাশ বের করে আনেন। দগ্ধ সোনিয়াকে সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে ওই ঘটনার পর পবিসের মৌলভীবাজার কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক এ বি এম মিজানুর রহমান, মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) সারোআর আলম, জুড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ মোঈদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লুসিকান্ত হাজং প্রমুখ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন

সিলেটে নগর ভবনের দুর্নীতির ‘মাস্টারমাইন্ড’ ফাহিম এখনো লাপাত্তা

সিলেট প্রতিনিধি, ২৯ মার্চ ২০২৪ : সিলেট সিটি করপোরেশনের মাস্টার রোলের কর্মচারী জাহিদ আল হাসান ফাহিম। গত চার বছরে সীমাহীন দুর্নীতি করে লুটে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা। প্রকৌশল শাখার দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড ছিল সে। সিটির তহবিলে টাকা জমা না দিয়ে লুটে নিয়েছে ওই টাকা। এখন প্রশ্ন- ফাহিম কী একাই দোষী। না আরও কেউ তার সঙ্গে জড়িত। তদন্ত চলছে। ফাহিমের মামা সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নুর আজিজুর রহমানের পিএ জুনেল আহমদ। প্রধান প্রকৌশলীর খুব কাছের জনের মধ্যে জুনেল একজন। সেই সুবাদে ফাহিম চার বছরে নগর ভবনে ‘বেপরোয়া দুর্নীতি’ চালিয়ে গেছে।

কর্মকর্তা- কর্মচারীরা জানিয়েছেন- গত চার বছর প্রকৌশল শাখার সবচেয়ে দাপটবাজ কর্মচারী ছিল ফাহিম। সে যা বলতো তাই হতো। অদৃশ্য শক্তি বলে ফাহিম নগরে এই কর্তৃত্ব খাটিয়েছে। দুর্নীতির ঘটনায় ধরা পড়ার পর এখন লাপাত্তা। ৩ মাস ধরে ফাহিমের কোনো খোঁজ নেই। তারা জানিয়েছেন- ফাহিমকে আত্মগোপনে রেখেছেন প্রকৌশল শাখার কর্মকর্তারা। কারণ তার দুর্নীতির মূলে ছিলেন তারাই। বলা হচ্ছে; কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে ফাহিম। বাস্তবে এই টাকার পরিমাণ কয়েকগুণ বেশি হবে। ১০-১২ কোটি টাকার বেশি হবে বলে ধারণা তাদের। নিজের মামা জুনেলের হাত ধরে প্রায় ৪ বছর আগে সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রকৌশল শাখায় ড্রিলিং এসিস্ট্যান্ট হিসেবে ঢুকে ফাহিম। সে সব সময় তার শাখার প্রধান সহ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের আশপাশে থাকতো। এমনকি তার দুর্নীতির ঘটনায় যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সে কমিটির সদস্য সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আলী আকবরেরও প্রিয়জন ছিল সে। গত জানুয়ারি মাসে প্রকাশ পায় ফাহিমের দুর্নীতি। পানি শাখার কর্মকর্তারা পানির বিল সহ নানা কাজে যখন নির্মাণাধীন ও সদ্য নির্মিত ভবনগুলোতে যান তখন দেখেন জাল কাগজের মাধ্যমে টিউবওয়েলের চালান দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এভাবে তারা কয়েকটি স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে এর সত্যতা পান। বিষয়টি নিয়ে তারা সিটি করপোরেশনের প্রকৌশলী বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করেন। বিষয়টি যায় সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর কানেও। তিনি তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তার নির্দেশনা পেয়ে করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইফতেখার আহমদ চৌধুরী ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৌশল শাখার কর্মকর্তা আলী আকবরকে তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব রাখা হয়েছে। এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। তবে সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইফতেখার আহমদ চৌধুরী জানিয়েছেন- তদন্ত সঠিক ভাবে চলছে। কমিটির সদস্যরা কিছু ফলোআপ জানিয়েছেন। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দেয়ার পর এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আলী আকবরও জানিয়েছেন- তদন্ত চলছে। সুষ্ঠু তদন্তের জন্য কিছুটা বিলম্ব হবে, তবে স্বচ্ছভাবেই তদন্ত হবে। এদিকে ৫ই মার্চ গঠিত তদন্ত কমিটি ১০ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা রয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের আলোকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ১০ কার্যদিবসের সময়ও শেষ পর্যায়ে। কিন্তু মাস্টার রোলের কর্মচারী মাত্র চার বছরের চাকরি জীবনে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করার কী দেখার কেউ ছিলেন না। এ প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সিটিতে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জানিয়েছেন- ফাহিম সিলেট সিটি করপোরেশনের টিউবওয়েলের চালান জাল, বিলডিং অনুমোদনের চালান জাল, বিলডিংয়ের ড্রয়িং সিটের চালান জাল করে টাকা লুটে নিয়েছে। কেউ নগরে বিলডিংয়ের অনুমতি নিতে গেলে প্রথমে পাঠানো হতো ফাহিমের কাছে। প্রকৌশল শাখার চেয়ে ফাহিমের বাসায় থাকতো বেশি ফাইল। ফলে কোনো একটি ফাইলে প্রশ্ন দেখা দিলে সেটি গায়েব হয়ে যেতো। ফাহিমের একক ক্ষমতা হওয়ার কারণে সে ভবনের অনুমতি দিতে ঘুষ হিসেবে টাকা তো নিয়েছে, তার উপর সে চালানের টাকাও আত্মসাৎও করেছে। আর ফাহিমের দুর্নীতির কাছে নগরের মানুষও ছিলেন অসহায়। খোদ প্রধান প্রকৌশলী সহ অন্যরা ফাহিমের অভিযোগ সম্পর্কে এতদিন পাত্তাই দেননি। বরং তারা কাজ দ্রুত করাতে ফাহিমের দ্বারস্থ করতো সেবা নিতে আসা লোকজনকে।

তারা জানিয়েছেন- জানুয়ারি মাসে ফাহিমের বিরুদ্ধে ১৫টি ভবনের ভুয়া অনুমোদনের প্রমাণ পায় প্রকৌশল বিভাগ। বিষয়টি হচ্ছে প্রথমে দুটি ভবনের ভুয়া অনুমোদনের বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর একে একে অনেকেই ফাহিমের কর্মকা- নিয়ে শংকায় পড়েন। অফিসে কর্মস্থলে থাকা অনেকেই দ্বারস্থ হন প্রধান প্রকৌশলীর কাছে। ফাহিমের দ্বারা তারাও প্রতারিত হয়েছেন বলে জানতে পারেন। প্রধান প্রকৌশলী তাদের ওপরও নাখোশ হন। বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে ফাহিমকে তার অফিসে ডেকে এনে শাসান। জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সর্বশেষ প্রধান প্রকৌশলীর অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর ফাহিম লাপাত্তা। পলাতক রয়েছে। অথচ মাস্টার রোলে কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ এলে তাকে আটক করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা। সেটি না করে তাকে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করা হয়েছে। ফাহিমের সঙ্গে সিলেট সিটি করপোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী রওসুনা আরা সিদ্দিকা নূপুর, মোহতাসিম আহমদ তানভীরের নামও উঠে এসেছে আলোচনায়। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে অনশন, নির্যাতনের শিকার তরুণী

সিলেট প্রতিনিধি, ২৯ মার্চ ২০২৪ : হবিগঞ্জের বাহুবলে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে অনশন করতে এসে প্রেমিকের মায়ের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তরুণী। গত ২৪ মার্চ রোববার দুপুরে উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের পূর্ব রুপসংকর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।

নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগী তরুণী জানান, পূর্ব রুপসংকর গ্রামের কাছাই মিয়ার ছেলে এক্সকেভেটর-চালক কাউছার মিয়ার সঙ্গে ৮ মাসের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে তার। কাউছার বিয়ের কথা বলে বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক করে। বিষয়টি জানাজানি হলে তাকে বিয়ের চাপ দিলে অপারগতা প্রকাশ করে। পরে বাধ্য হয়ে রোববার দুপুরে কাউছারের বাড়িতে গেলে তার মা মারধর করে মোবাইল ও ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যান।

কাউছারের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, কাউছারের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেমিকা। হাতে কাটাছেঁড়ার দাগ।

এ সময় ওই তরুণী সাংবাদিকদের জানান, তিনি মিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। কাউছার তাকে বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দেন।

এ সময় অভিযুক্ত কাউছারকে পাওয়া যায়নি। কাউছারের মা এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি।

এ বিষয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যান শামীম আহমদ বলেন, বিষয়টি শুনেছি। শ্রমিক নেতা বাচ্চু মিয়া বলেন, বিষয়টি যেহেতু শ্রমিকের; তাই বিষয়টি নিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। মিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার কদর আলী বলেন, ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। দেখি কী অবস্থা।

বাহুবল সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আবুল খয়ের বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই, থানায় অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিলেটে এক রাতে ছাত্রলীগের চার কমিটি ঘোষণা

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে এক রাতে ছাত্রলীগের চারটি ইউনিটের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট এমসি কলেজ ও সিলেট সরকারি কলেজ ইউনিটও রয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ২৩ বছর পর সিলেট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটিও ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২২ মার্চ শুক্রবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ছাত্রলীগের সিলেট জেলা ও মহানগর ইউনিট পৃথক চারটি বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির ঘোষণা দেয়। প্রতিটি কমিটিই আগামী এক বছরের জন্য গঠন করা হয়।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, সিলেট এমসি কলেজ ও সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের কমিটির অনুমোদন দেন মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি কিশওয়ার জাহান ও সাধারণ সম্পাদক মো. নাঈম আহমদ। অন্যদিকে সিলেট সদর ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটির অনুমোদন দেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজ।

এমসি কলেজ ছাত্রলীগের কমিটিতে দিলোয়ার হোসেন সভাপতি ও হাবিবুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১০ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে ৩৬ জন সহসভাপতি, ১০ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ৯ জন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।

সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের কমিটিতে রুহেল আহমদ সভাপতি ও ইমতিয়াজ আহমদ শোভন সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। ৮১ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে ২৫ জন সহসভাপতি, ৯ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ৯ জন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।

সিলেট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটিতে সৈয়দ রবিউল হাসান সভাপতি ও দেবাশিষ গোয়ালা দেব সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। ১১৯ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে ৩৮ জন সহসভাপতি, ৯ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ৯ জন সাংগঠনিক সম্পাদক আছেন।

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলকে 'কদর্য, কুৎসিত' বললেন ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ ২০২৪ : নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিতিয়া জেমসকে 'কদর্য' ও 'কুৎসিত' বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালের একটি পোস্টে, ট্রাম্প জেমসকে 'ব্যর্থ ও ঘৃণ্য' এবং 'বিশাল, কদর্য ও কুৎসিত মুখের' নারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্সের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগের পর সম্প্রতি বিপুল পরিমাণের অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।

তিনি এ বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী। কিন্তু আদালত তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে ৪৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার পরিশোধের নির্দেশ দেওয়ার পর নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিতিয়া জেমসের এমন কঠোর সমালোচনা করলেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট একই সঙ্গে নিউইয়র্কের বিচারক আর্থার ইঙ্গোরনেরও সমালোচনা করেন।

বিচারক আর্থার ইঙ্গোরনকে একজন 'দুর্বৃত্ত বিচারক' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, 'লেতিতিয়া জেমসের বিশাল, কদর্য ও কুৎসিত মুখ দেখে ভয়ে ভীত হয়েছেন এ বিচারক।'

তিনি আরও বলেন, 'জেমস এবং তার পাপেট ইঙ্গোরন আমার মারে লাগোর মূল্য নির্ধারণ করেছেন এক কোটি ৮০ লাখ ডলার। কিন্তু এর দাম তখন ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। এতে নিউইয়র্ক রাজ্যে সব ব্যবসা ধ্বংস করে দিয়েছে।'

এই ব্যবসা ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, 'ভয়ের কিছু নেই। আমি যখন ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হব, তখন আমরা আবারও নিউইয়র্ককে গ্রেট হিসেবে গড়ে তুলব।'

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ইউরোপের চার দেশ

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ ২০২৪ : ইসরাইলের অমানবীয় অত্যাচারে দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে গাজা পরিস্থিতি। এতদিন চুপ থেকে গাজার ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছে বিশ্ব। অবশেষে অবরুদ্ধ অঞ্চলটির সমর্থনে এগিয়ে এলো ইউরোপের চার দেশ।

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মত হয়েছে মালটা, আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং স্লোভেনিয়া। কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর এমন সমর্থনকে মেনে নিতে পারছে না ইসরাইল। এবার ইউরোপের এই চার দেশকে হুঁশিয়ারি দিলেন ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরাইল কার্টজ। তার মতে, যে দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে তারা সন্ত্রাসবাদের পক্ষে। সোমবার নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে ক্ষিপ্ত হয়ে এ বার্তা লিখেন তিনি। রয়টার্স।

ইইউ'র শীর্ষ সম্মেলনে গত শুক্রবার (২২মার্চ) ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা জানায় চার দেশ। তাদের মতে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলেই 'শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন' সম্ভব হবে। সম্মেলনে যৌথ বিবৃতিতে চার দেশ জানায়, 'আমরা একসঙ্গে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেছি। পরিস্থিতি যখন ঠিক হবে তখন এ বিষয়ে আমরা ইতিবাচক অবদান রাখব।' তাদের সেই বার্তার প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবেই কার্টজ লিখেছেন, '৭ অক্টোবরের গণহত্যার পর একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি হামাস এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর কাছে এই বার্তাই পাঠায় যে, ইসরাইলিদের ওপর হত্যাকারী সন্ত্রাসী ফিলিস্তিনিদের প্রতি রাজনৈতিক মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।'

এদিকে হামাস পরিচালিত মিডিয়া অফিস বলছে, আল শিফা হাসপাতালে গত সাত দিন ধরে চলা অভিযানে পাঁচ ফিলিস্তিনি চিকিৎসককে হত্যা করেছে ইসরাইলি বাহিনী। ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে ৩২,৩৩৩ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৭৪,৬৯৪ জন আহত হয়েছে।

পদত্যাগ নয়, জেল থেকেই দিল্লি শাসন করবেন কেজরিওয়াল

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ ২০২৪ : পদত্যাগ না করে জেলে বসেই দিল্লি শাসন করবেন আম আদমি পার্টির প্রধান ও ভারতের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

গ্রেফতার হয়ে কেজরিওয়াল কারাগারে থাকলেও তার দলের

নেতাকর্মী, সংসদ সদস্য, কাউন্সিলর থেকে শুরু করে সবাই তার নির্দেশনাই চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রোববার আম আদমি পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক সন্দীপ পাঠক এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন বলে আজ সোমবারের প্রতিবেদনে জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া।

সন্দীপ বলেছেন, 'সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল তার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন না এবং জেল থেকে দেওয়া তার নির্দেশে সব মন্ত্রী, এমএলএ ও পার্টি চলবে।'

সন্দীপের দাবি, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুঝতে পেরেছেন যে তার শেষ হবে কেজরিওয়ালের মাধ্যমে, এ জন্যই তিনি তার বিরুদ্ধে একদম শুরু থেকেই ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন।'

ক্যান্সারের টিউমার অপসারণে বিশ্ব রেকর্ড

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ ২০২৪ : ক্যান্সারের টিউমার অপসারণ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন রাশিয়ার চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সেন্ট পিটার্সবুর্গের একটি ক্যান্সার হাসপাতালের সার্জন দল এক রোগীর

ফুসফুস থেকে ১৭০টি মেটাস্টাসিস অপসারণ করেছেন।

ক্লিনিকের প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার মস্কোর অন্যতম ক্যান্সার হাসপাতাল এন এন পেত্রোভ ন্যাশনাল মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার অব অঙ্কোলজি হাসাতালের ওই চিকিৎসকরা ৩৭ বছর বয়সি এক রোগীর ফুসফুস থেকে ৬টি সার্জারির মাধ্যমে এই মেটাস্টাসিসগুলো অপসারণ করেন। এই সার্জারিতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছে। বুধবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, বিশ্বের ক্যান্সার চিকিৎসার ইতিহাসে এর আগে একজন রোগীর দেহ থেকে এত পরিমাণ মেটাস্টাসিস অপসারণ করার ঘটনা ঘটেনি।

মেটাস্টাসিস হলো ক্যান্সার কোষের পরিপক্ব পর্যায়। দেহের কোনো অংশে ক্যান্সার প্রভাবযুক্ত টিউমার হলে একপর্যায়ে সেই টিউমার থেকে পরিপক্ব ক্যান্সার কোষগুলো রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যান্সার কোষগুলো ধীরে ধীরে সুস্থ কোষগুলোকেও আক্রান্ত করে ফেলে। এন এন পেত্রোভ ন্যাশনাল মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার অব অঙ্কোলজি রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ও আধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ওই রোগীর দেহে ২০২০ সালে হাড়ের বিশেষ ক্যান্সার ওস্টেওসারকোমা শনাক্ত হয়। এরপর মস্কো ও জার্মানিতে বেশ কয়েক দফায় কেমোথেরাপি নিয়ে শরীরে ক্যান্সারের ছড়িয়ে পড়া প্রাথমিকভাবে আটকে দিতে পারলেও পুরোপুরি বিপদমুক্ত হতে পারছিলেন না তিনি। কারণ, ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার পথ সংকোচনের পাশাপাশি দেহের ভেতর থেকে ক্যান্সার কোষগুলো বের করারও প্রয়োজন ছিল তার। এজন্য প্রথমে জার্মানিতেও সার্জারি করেছিলেন তিনি। কিন্তু ওই সার্জারিতে মাত্র ১০ থেকে ১৫টি মেটাস্টাসিস অপসারণ করতে পেরেছিলেন জার্মান সার্জনরা।

উল্লেখ, জার্মানির প্রটোকল অনুসারে, চিকিৎসকরা একক অস্ত্রোপচারের সময় ১০ থেকে ১৫টির বেশি মেটাস্টেস অপসারণ করবেন না।

এন এন পেত্রোভ ন্যাশনাল মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার অব অঙ্কোলজি হাসপাতালের বক্ষ ক্যান্সার বিভাগের প্রধান ইয়েভগেনি লেভশেঙ্কো আরটিকে বলেছেন, টিউমার অপারেশনের তুলনায় মেটাস্টাসিস অনেক বেশি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ সার্জারি। এই অপারেশনের ধকল কাটিয়ে উঠতেও রোগীর বেশ সময় লাগে। এ কারণে অধিকাংশ চিকিৎসক রোগীর দেহ থেকে ৩০ থেকে ৪০টি মেটাস্টাসিস অপসারণ করেই সার্জারি শেষ করেন। লেভশেঙ্কো আরও বলেছেন, আমরা মঙ্গলবার যে অপারেশন করেছি তার বয়স কম ছিল এবং তার শারীরিক অবস্থা দেখেও আমাদের মনে হয়েছিল যে তিনি সার্জারির ধকল সহ্য করতে পারবেন। এ কারণেই আমরা এই সাহস করেছি।'

ভারতে উত্তর প্রদেশে মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ আদালতের

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ ২০২৪ : ভারতের জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশে ইসলামিক স্কুল বা মাদ্রাসাকে বন্ধ ঘোষণা করেছে আদালত। এর ফলে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকারের থেকে আরো দূরে সরে যেতে পারেন মুসলিমরা। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এতে বলা হয়, উত্তর প্রদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে অনুমোদন বা পরিচালনার জন্য একটি আইন করা হয় ২০০৪ সালে। কিন্তু শুক্রবারের রায়ে আদালত সেই আইন বাতিল ঘোষণা করে। এতে বলা হয়, সাংবিধানিকভাবে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে মাদ্রাসা প্রচলিত থাকলে তা এই সংবিধানকে লঙ্ঘন করে। এই শিক্ষাকে বাতিল করে শিক্ষার্থীদেরকে প্রচলিত স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেয় আদালত। রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের প্রধান ইফতিখার আহমেদ জাভেদ বলেন, এলাহাবাদ হাই কোর্টের এ রায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ২৭ লাখ শিক্ষার্থী, ১০ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা এবং

২৫ হাজার মাদ্রাসা। এ রাজ্যের মোট ২৪ কোটি মানুষের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ হলেন মুসলিম।

বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থী এবং বিবেক চৌধুরী তাদের লিখিত রায়ে বলেছেন, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে যাতে ভর্তি থেকে বঞ্চিত না হয় ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুরা তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারকে।

আইনজীবী অংশুমান সিং রাঠোরের এক আপিল আবেদনে আদালত ওই রায় দেয়। রাঠোর কোনো রাজনৈতিক গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বছর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হতে যাচ্ছে ভারতে। এতে নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি বিজয়ী হতে পারেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামবিরোধী ঘৃণাপ্রসূত বক্তব্য এবং নজরদারিকে উৎসাহিত করার জন্য বিজেপির কিছু সদস্য এবং সমমনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আসছেন মুসলিমরা ও অধিকার বিষয়ক গ্রুপগুলো। তবে ভারতে ধর্মীয় বৈষম্য থাকার কথা অস্বীকার করে আসছেন মোদি। বিজেপি বলেছে, ঐতিহাসিক যেসব ভুল ছিল তা পরিবর্তন করছে সরকার। এর অংশ হিসেবে ১৯৯২ সালে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত বাবরি মসজিদের স্থানে হিন্দুদের জন্য একটি মন্দির উদ্বোধন করেছেন।

রমজান কাটাবেন কীভাবে

মীর তারেক

ইবাদতের সবচেয়ে বড় মৌসুম হলো রমজান। এ মাসে প্রতিটি আমলের প্রতিদান যেমন হাজার গুণ বেড়ে যায়, তেমনি একজন মুমিনের জন্য সব পাপ থেকে বেঁচে নিজেকে একজন মুত্তাকি হিসাবে গড়ে তোলারও সুবর্ণ সুযোগ হয়। সারা বছর আমাদের থেকে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, সেগুলোকে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার মোক্ষম একটা সুযোগ হলো রমজান। এ মহাসৌভাগ্য অর্জন করতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অনুসরণ করতে পারি।

পাপ কাজ বর্জন করুন

তবে রোজা রাখা মানে শুধু এই নয়, সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকা বরং পূর্ণাঙ্গভাবে রোজা রাখতে হলে এ সবের পাশাপাশি সব পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকাও বাঞ্ছনীয়। যেমন, মিথ্যা কথা বলা, অপরের দোষ চর্চা করা, ঝগড়া বিবাদ করা, গালাগালি করা, দৃষ্টির হেফাজত করা, সুদ, ঘুস ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে যারা এসব কাজ থেকে বিরত থাকে না, হাদিসে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাদের রোজা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাপ, মিথ্যা কথা, অন্যায় কাজ ও মূর্খতাসুলভ কাজ ত্যাগ করতে পারে না, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লহতায়ালার কোনো প্রয়োজন নেই। (সহিহ বুখারি : ১৯০৩)।

কুরআন তেলাওয়াত করুন

রমজানে বেশি বেশি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। কেননা আল্লাহতায়ালা রমজানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, রমজান হলো এমন মাস, যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে। তাছাড়া রমজানে প্রতিটি আমলকে ৭০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমরা যদি এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি, তাহলে ৭০ খতমের সওয়াব অনায়াসেই পেয়ে যাচ্ছি। তবে আমাদের এদিকে লক্ষ রাখতে হবে, অনেকে একাধিক খতম দেওয়ার জন্য খুব দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করেন। এটি একদমই সমীচীন নয়। বরং তেলাওয়াত ধীরে-সুস্থে কায়দাকানুন ঠিক রেখে করা উত্তম। তাই আমাদের উচিত, রমজানে সহিহ্-শুদ্ধভাবে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা এবং সময় থাকলে কুরআনের অর্থ বুঝে বুঝে তাফসিরসহ পড়াটা সর্বোত্তম কাজ।

নফল নামাজে মনোনিবেশ

রমজান সিয়ামের পাশাপাশি কিয়ামেরও মাস, অর্থাৎ নফল নামাজের মাস। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমজানে (রাতের বেলা নফল) নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে, ইমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায় তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি : ৩৭)। অন্য হাদিসে কিয়ামুল লাইল তথা রাতের নামাজের আদেশও দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারাবির নামাজ আর এর চূড়ান্ত পর্যায় হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। তাই আমাদের উচিত গুরুত্বের সঙ্গে রাতে তারাবির নামাজ আদায় করার পাশাপাশি তাহাজ্জুদের নামাজ এবং অন্যান্য নফল নামাজেও নিয়মিত হওয়া।

কায়মনে দোয়া করুন

রমজানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলোর অন্যতম আমল হলো বেশি বেশি দোয়া করা। কেননা হাদিসে বর্ণিত আছে, রমজানে সবচেয়ে বেশি দোয়া কবুল করা হয়। বিশেষ করে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তের দোয়া। তখন নিজের গুনাহগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা কাম্য। এ মাসে আল্লাহতায়ালা ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহতায়াল বলেন, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তার পুরস্কার অনেক বাড়িয়ে দেবেন। (সূরা তালাক : ৫)।

অন্যকে ইফতার করান

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পানাহার করিয়ে ইফতার করাবে, সে তার অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৭৯০৬)। অন্য রোজাদারকে ইফতার করানোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু সহজেই একটি রোজার সওয়াব পেয়ে যাচ্ছি এবং আমরা যারা শহরে থাকি, আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ হলো, অনেক মানুষ ইফতারের সময় গাড়ি থেকে নেমে ভালোমন্দ ইফতার করতে পারেন না। আমরা যদি তাদের ইফতারে সহযোগিতা করতে পারি, তাহলেও আমরা মহাসৌভাগ্য অর্জন করতে পারব।

মুক্ত হস্তে দান করুন

আর রমজানে দানের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ মাসকে দানের মাসও বলা হয়, কেননা এ মাসে একটি নফল ইবাদত করলে একটি ফরজের সমান সওয়াব। আর একটি ফরজ ইবাদত করলে ৭০টি ফরজের সওয়াব দেওয়া হয়। রমজানে নবি রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম এবং সালফে সালেহিনরা প্রচুর পরিমাণে দান করতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর দান রমজানে এমনভাবে বেড়ে যেত, তা মুক্ত বাতাসের মতো হয়ে যেত। মুক্ত বাতাস যেভাবে সবার কাছে পৌঁছে, ঠিক তেমনি যে চাইত তাকে তিনি দান করতেন, যে চাইত না তাকেও তিনি দান করতেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর রমজানে তাঁর বদান্যতা আরও বেড়ে যেত। (সহিহ মুসলিম, ৩২০৮)। তাই আমাদের উচিত দুস্থ-অভাবীদের সহযোগিতা করা।

বেশি বেশি জিকির করুন

রমজানে বেশি বেশি জিকির-আসকার করাও গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসে তূলনামূলক আমরা একটু অবসর থাকি বেশি। তাই অবসর সময়টুকু অপচয় না করে হাঁটতে-বসতে বেশি বেশি জিকির করা কাম্য। রমজানে আমরা নিম্নোক্ত জিকিরগুলো আদায় করতে পারি। রাসূল (সা.) বলেন, সর্বোত্তম জিকির হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাই আমাদের উচিত, এটা বেশি বেশি পড়া। ক্ষমা চেয়ে এ জিকিরটি বেশি বেশি পড়া, রাব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রাহিম। অর্থাৎ : হে মহীয়ান রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় তওবা কবুলকারী, দয়াবান অথবা সংক্ষেপে শুধু আস্তাগফিরুল্লাহও পড়তে পারেন।

এছাড়া ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ‘আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম’, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম’ এ জিকিরগুলো আদায় করতে পারেন।

তাহাজ্জুদ নামাজের শ্রেষ্ঠ সময় রমজান মাস

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান রিজভি

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়ার আগে নবিজি (সা.)-এর ওপর এ সালাত ফরজ ছিল। তিনি আবশ্যিকভাবে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হলে এর আবশ্যকীয়তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে নবিজি (সা.) ইন্তেকাল পর্যন্ত এ সালাত আদায় করেছিলেন নিয়মিতভাবে। তারই ধারাবাহিকতায় এখনো সুন্নাতে রাসূল হিসাবে এর বিধান বহাল আছে। সালাতুত তাহাজ্জুদ অত্যন্ত বরকত ও ফজিলতপূর্ণ সালাত। বিশেষত রমজানে তাহাজ্জুদ আদায়ের সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসে। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে রাসূল! আপনি রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়ুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব। আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বনি ইসরাইল : ৭৯)। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ নবিজি (সা.)-এর ওপর তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার বিধান নাজিল করেন।

সাহরির সময়ে অর্থাৎ শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়তে হয়। রাসূল (সা.) ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক ও অজু করে সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়তেন। তিনি সালাতুত তাহাজ্জুদে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। হজরত মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি (সা.) সালাতুত তাহাজ্জুদে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়ালেন, তাঁর পাদ্বয় ফুলে গেল। যখন তাকে বলা হলো আপনি এরূপ কেন করেন? আল্লাহতায়ালা তো আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? (বুখারি ও মুসলিম, মিশকাত শরিফ, পৃষ্ঠা : ১০৮-৯, হাদিস নং-১১৪৯)।

নবিজি (সা.) সালাতুত তাহাজ্জুদ নিয়মিত আদায় করতেন। কোনো কারণে তিনি এ সালাত আদায় করতে না পারলে, ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে এর পরিবর্তে বারো রাকাত সালাত পড়ে নিতেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ব্যথা বা অন্য কোনো কারণে যদি সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারতেন, তবে তিনি দিনে বারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম শরিফ : ১৬৪০)। হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাতকে আবশ্যক করে নেবে। কেননা এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্বেকার সৎলোকের নিয়ম। তোমাদের জন্য প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ থেকে বাধাদানকারী। (তিরমিজি : ৩৫৪৯, ইবনে খুজাইমা : ১১৩৫)। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ খুশি হন, ১. যে রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করার জন্য ওঠে। ২. মুসল্লিরা যখন সালাতের জন্য কাতার বাঁধে। ৩. সৈন্যদল যখন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়। (শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত, পৃষ্ঠা-১০৯, হাদিস নং-১১৫৭)।

হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্বেকার সৎলোকের নিয়ম। তোমাদের জন্য প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায়। (ইমাম তাবরানি : আল-মুজামুল আওসাত : ৩/৩১১)। ফরজ সালাতের পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সালাত হলো রাতের সালাত। শেষ রাতে আল্লাহতায়ালা নিকটবর্তী আসমানে এসে বান্দাদের আহ্বান করেন। তোমাদের মধ্যে কে আছ! গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনাকারী? কে আছ! রহমত তালাশকারী? তোমরা গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং রহমত চাও-এই বলে ঘোষণা দেন। তখনই মুত্তাকি, পরহেজগার, সুফি-সাধকরা সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আরাম ত্যাগ করেন নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।

সালাতুত তাহাজ্জুদের ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ ইত্যাদি রাকাত আদায় করতে পারে। কেউ আরও বেশি আদায় করতে চাইলে করতে পারবে। যেহেতু এগুলো নফল সালাত এবং রাকাত সংখ্যাও নির্দিষ্ট নেই। তাই যে যত বেশি এ নফল সালাত আদায় করবে, সে তত বেশি সাওয়াব পাবে এবং কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (বাহারে শরিয়ত : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮, আবু নাইম, খুলইয়াতুল আউলিয়া : ৫/৬৫)।

মাহে রমজানে যারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করার উদ্দেশ্যে রাতেরবেলায় জাগ্রত থেকে সালাতুল তাহাজ্জুদ আদায় করে, সালাতুত তাহাজ্জুদ কেয়ামতের ময়দানে ওই বান্দার জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে সুপারিশ করবে। নামাজ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই ব্যক্তিকে রাতের বেলায় ঘুমাতে দেয়নি। এ ব্যক্তি তোমার আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছে। সুতরাং, তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন, অতএব, সালাতুত তাহাজ্জুদের সুপারিশ কবুল করা হবে। (তিরমিজি : আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ২/১০৮)।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২৯	৪:০৬	৫:৩৯	১২:১০	৪:২৮	৬:৩৩	৭:৫০
শনিবার	৩০	৪:০৪	৫:৩৭	১২:১০	৪:৩০	৬:৩৪	৭:৫১
রবিবার	৩১	৫:০২	৬:৩৪	০১:১০	৫:৩১	৭:৩৬	৮:৫৩
সোমবার	০১	৫:০০	৬:৩২	০১:০৯	৫:৩২	৭:৩৮	৮:৫৫
মঙ্গলবার	০২	৫:১৮	৬:৩০	০১:০৯	৫:৩৩	৭:৩৯	৮:৫৬
বুধবার	০৩	৫:১৬	৬:২৮	০১:০৯	৫:৩৫	৭:৪১	৮:৫৭
বৃহস্পতিবার	০৪	৫:১৩	৬:২৫	০১:০৮	৫:৩৬	৭:৪৩	৮:৫৯

এসাইলাম সীকারদের সাথে

যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী রয়েছেন। তাদের অনেকের এসাইলাম অ্যাপলিকেশন (আশ্রয় আবেদন) প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত বা মানবাধিকার রক্ষা হচ্ছে না এমন দেশের নাগরিক হওয়ায় তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে পারছে না ব্রিটিশ সরকার।

প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীরা যুক্তরাজ্যে বৈধভাবে কাজ করতেও পারছেন না। কিন্তু রুয়ান্ডায় গেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারেন। এছাড়া, প্রস্তাবিত পরিকল্পনার অধীনে পাঁচ বছর অতিরিক্ত সহায়তাও পাবেন তারা।

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে আসা আশ্রয়প্রার্থীবাহী নৌকা থামানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। এ ধরনের নৌকা থামানোকে নিজের পাঁচ অগ্রাধিকারের একটি হিসেবে নিয়েছেন এই রাজনীতিবিদ।

সেই পরিকল্পনার অধীনে ব্রিটিশ সরকার আশয়প্রার্থীদের রুয়ান্ডায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু গত বছর সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে সরকারের এই পরিকল্পনাকে বেআইনি বলে ঘোষণা দেয়। এরপর আদালতের বাধা কাটাতে রুয়ান্ডার সঙ্গে নতুন চুক্তি করে যুক্তরাজ্য সরকার। এ জন্য পার্লামেন্টের মাধ্যমে আইন পাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই আইন রুয়ান্ডাকে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য তথাকথিত নিরাপদ দেশ ঘোষণা করবে এবং অন্যান্য আইনি চ্যালেঞ্জগুলো ঠেকাতে পারবে। সূত্র: ইনফোমাইগ্রেন্টস

ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডল্টন

কেমোথেরাপি চলছে। সদ্যই তিনি জানতে পেরেছেন, তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। গত জানুয়ারি মাসে তার পেটে একটি সার্জারি হয়েছিল। এরপর তার কিছু মেডিকেল টেস্ট হয়। সেসব টেস্টের রিপোর্টে জানা গেছে, ব্রিটেনের রাজ পরিবারের বধূ আক্রান্ত হয়েছেন ক্যানসারে। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসে ২ সপ্তাহের জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কেট।

কেট মিডলটনের অফিস বলছে, জানুয়ারি মাসে তার যে সার্জারিটি হয়েছিল, তা ক্যানসার সংক্রান্ত ছিল না। সেটি আগে থেকেই ঠিক ছিল হবে। সেই সার্জারি করার পর কেট মিডলটনের বেশ কিছু টেস্ট হয়। আর সেই টেস্টেই ধরা পড়ে ব্রিটিশ রাজবধূর ক্যানসারের খবরটি।

এক ভিডিও বার্তায় কেট নিজেই এই কঠিন লড়াইয়ের বাস্তব সত্যটি জানান। ভিডিওতে কেট বলছেন, 'আমার মেডিকেল টিম পরামর্শ দিয়েছে, আমাকে প্রতিরোধমূলক কেমোথেরাপির একটি কোর্স সম্পন্ন করা উচিত এবং আমি এখন সেই চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে আছি।'

ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটন চিরকালই খুবই সাধারণের মধ্যে মিশে যেতে পারেন। তার উদ্যম, উদ্দীপনায় ভরা রূপকে গোটা বিশ্ব চেনে। সেই কেট এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওর মাধ্যমে বিশ্বের সামনে তার শারীরিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরলেন। তিন সন্তানের মা ও প্রিন্স উইলিয়ামের স্ত্রী কেটের শারীরিক পরিস্থিতি বেশ কিছুটা উদ্বেগের বিষয় ব্রিটিশ রাজ পরিবারের জন্য। ভিডিওতে কেট স্বীকার করে নিয়েছেন, তার কাছে এই ক্যানসারের খবর বেশ বড় ধাক্কা। তিনি বলছেন, 'এটি অবশ্যই একটি বিশাল ধাক্কা হিসাবে এসেছে এবং উইলিয়াম যা যা করা দরকার করছে এবং পরিস্থিতিকে যেভাবে মোকাবিলা করা দরকার আমাদের এই কমবয়সী পরিবারের জন্য, তাই করছি'।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে খবর এসেছিল, রাজা তৃতীয় চার্লস ক্যানসারে আক্রান্ত। আর এর জেরে রাজ-দায়িত্ব থেকেও সেসময় তাকে বেশ কিছুটা বিরতি নিতে হয়েছিল।

মাটির নিচে মিলল ৩০ হাজার

যান। সেখানে একটি কৃষিজমিতে গুপ্তধন খোঁজার জন্য খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছিল।

তবে ওই কৃষিজমিতে ব্রোকের পৌছাতে দেরি হয়ে যায়। ধাতব বস্তু শনাক্তের জন্য তার কাছে থাকা কিটটিও নষ্ট ছিল। এমন অবস্থায় ব্রোক একটি পুরোনো যন্ত্র দিয়ে কাজ করতে বাধ্য হন। সেটিও ঠিকঠাক কাজ করছিল না। তবে শেষপর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্র দিয়েই সোনার খণ্ডটি শনাক্ত করেন ব্রোক।

ব্রোক বলেন, আমি আসলে এক ঘণ্টা দেরিতে পৌছেছিলাম। ভাবছিলাম আমি তো কাজটিতে অংশ নিতে পারলাম না।

ব্রোক আরও বলেন, সেখানকার সবার কাছে অত্যাধুনিক যন্ত্র ছিল। আর তার কাছে তিনটি পুরোনো যন্ত্র ছিল। ব্রোক যে শনাক্তকরণ যন্ত্র দিয়ে কাজ করেছেন, সেটির ডিসপ্লে ঘোলা ছিল।

শুরুতে ব্রোক তাঁবুর কয়েকটি মরিচা ধরা খুঁটি শনাক্ত করেন। মাত্র ২০ মিনিটের মাথায় মাটির নিচ থেকে ৬৪ দশমিক ৮ গ্রাম ওজনের একটি সোনার খণ্ড বের হয়ে আসে। এটি মাটির নিচে প্রায় ১৩-১৫ সেন্টিমিটার গভীরে ছিল।

উদ্ধার হওয়া সোনা খণ্ডটির নাম দেওয়া হয়েছে হিরোস নাগেট। এটি এখন নিলামে তোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, নিলামে কমপক্ষে ৩০ হাজার পাউন্ড মূল্যে এটি বিক্রি হবে। ব্রোক বলেন, আমি যে যন্ত্রটি ব্যবহার করেছি তা খুব একটা কাজের না। কোনোরকমে ঠেলেঠুলে কাজ সারানো যায়।

তবে ব্রোক মনে করেন, এ ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে, কী যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তা বড় বিষয় নয়। কেউ যদি মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সতর্ক থাকেন এবং মাটির নিচে কী লুকিয়ে আছে তা বুঝতে পারেন, তবে তা থেকে বড় কিছু ঘটে যেতে পারে।

রুশ গণমাধ্যমে রাজা চার্লসের

প্রতিবেদনে ডেইলি মেইল জনিয়েছে, সোমবার রাশিয়ার গণমাধ্যম ও তাদের পরিচালিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলোতে রাজা তৃতীয় চার্লসের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। রুশ সংবাদমাধ্যম স্পুটনিক এক প্রতিবেদনে জানায়, 'গ্রেট ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস ৭৫ বছর বয়সে মারা গেছেন'।

এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলোতে রাজার আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে বাকিংহাম প্যালেসের দেয়া একটি ভুয়া বিবৃতিও ভাইরাল হয়।

এ ঘটনার পর রাশিয়ায় অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাস তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে, 'গ্রেট ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের মৃত্যুর খবরটি ভুয়া।' এরপরই ইউক্রেনের ব্রিটিশ দূতাবাসও একটি বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা আপনাদের জানাতে চাই, রাজা তৃতীয় চার্লসের মৃত্যুর খবরটি ভুয়া।'

এদিকে অবশ্য খবরটি প্রকাশের কিছুক্ষণ পরই স্পুটনিক আরও একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে জানানো হয়, রাজা আসলে মারা যাননি। রাজপরিবারের ওয়েবসাইট বা ব্রিটিশ গণমাধ্যমে এ বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বাকিংহাম প্যালেস এক বিবৃতিতে জানায়, রাজা তৃতীয় চার্লসের ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। দ্রুতই তিনি সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন। এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেনের রাজা হিসেবে অভিষেক হয় ৭৫ বছর বয়সী রাজা চার্লসের।

শিগগিরই সুদহার কমানোর

আগে সুদহার ৪ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে যাওয়ার আশা করছে তারা। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় ইংল্যান্ডে মূল্যস্ফীতি তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে ভোক্তা মূল্যসূচক ৩ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে এসেছিল। মূল্যস্ফীতি এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা ২ শতাংশের ওপরেই। তবে ২০২২ সালের অক্টোবরে ১১ দশমিক ১ শতাংশের তুলনায় সবচেয়ে নিচে।

বৈঠকে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের রেট-সেটিং মনিটারি পলিসি কমিটির (এমপিসি) আট সদস্য সুদহার ধরে রাখার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তবে কমিটির এক্সটার্নাল সদস্য স্বাতী ধিংরা দশমিক ২৫ শতাংশীয় পয়েন্ট কমিয়ে আনার প্রস্তাবে সমর্থন করেছেন। তবে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরের পর এবারই প্রথম এমপিসির কেউ সুদহার বাড়ানোর পক্ষে ভোট দেননি।

সুদহার ধরে রাখার বিষয়ে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি বলেছেন, 'সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় মূল্যস্ফীতি আরো কমার উৎসাহজনক লক্ষণ দেখেছি আমরা। সুদহার ৫ দশমিক ২৫ শতাংশ ধরে রেখেছি। কারণ কমানোর আগে নিশ্চিত হতে হবে যে মূল্যস্ফীতি লক্ষ্য অনুযায়ী ২ শতাংশে নেমে আসবে।'

কিছুটা আশাবাদী সুর বজায় রেখে তিনি আরো বলেন, 'আমরা এখনো সুদহার কমানোর মতো পরিস্থিতিতে নেই। তবে সবকিছু ঠিক পথেই এগোচ্ছে।'

ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, গরমের মৌসুমের মাঝেই মূল্যস্ফীতি ২ শতাংশের সামান্য নিচে নেমে আসবে। সঙ্গে সতর্কও করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ও বিশ্বের ব্যস্ততম সমুদ্রপথগুলো একটি লোহিত সাগরে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় পণ্যের দাম বৃদ্ধির ঝুঁকি"হয়ে গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতিতে এশিয়া থেকে ইউরোপে চালান পৌছতে দু-তিন সপ্তাহ দেরি হচ্ছে এবং কনটেইনার খরচ বেড়েছে।

উচ্চ সুদহার ছাড়াও মন্দার কারণে সম্প্রতি আলোচনায় আসে যুক্তরাজ্য। অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে দশমিক ৩ শতাংশের বেশি। এর আগে জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে দেশটির অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছিল। বিষয়টি উল্লেখ করে বৈঠকের পর এমপিসি জানায়, তারা আশা করছে দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়তে শুরু করবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উচ্চ প্রবৃদ্ধি সাধারণত দামের ওপর চাপ বাড়াবে, কিন্তু জ্বালানি ও খাদ্যের দামে সাম্প্রতিক পতনের পাশাপাশি সরকারের জ্বালানি শুল্ক নীতি দ্বিতীয় প্রান্তিকে মূল্যস্ফীতিকে ২ শতাংশের নিচে ঠেলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সুদহার আগের অংকে স্থির রাখার কয়েক দিনের মধ্যে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সর্বশেষ বৈঠকে সুদহার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে চলতি বছর সুদহার তিন দফা কমতে পারে বলে প্রত্যাশা করছেন ফেড কর্মকর্তারা।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সুদহার ৫ দশমিক ২৫ থেকে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফেডারেল রিজার্ভের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা এখনো ২০২৪ সালে সুদহার কমানোর পক্ষে আশাবাদী। এজন্য যুক্তরাজ্যের মতোই মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা ২ শতাংশের জন্য অপেক্ষা করছেন তারা।

বড় ভাইকে খুন করে পালিয়েছিলেন, শেষরক্ষা হলো না

ঢাকা, ২৫ মার্চ : ফেনীর সোনাগাজীতে বাগানের ঝরা পাতা কুড়ানোকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার একপর্যায়ে কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে বড় ভাই ইব্রাহিম খলিলকে (৩৯) খুন করেছিলেন মো. মোশারফ হোসেন ওরফে সবুজ (৩৭) নামের এক তরুণ। ১০ মার্চ ইব্রাহিমকে মাথায় আঘাতের পর ১৩ মার্চ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ঘটনার পরপরই সোনাগাজী থেকে পালিয়ে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় চলে যান মোশারফ। সেখানে একটি ইটভাটায় কাজও নেন। তবে পালিয়ে থেকেও শেষরক্ষা হয়নি। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সোনাগাজীর পুলিশ গত সোমবার সকালে তাঁকে সাতকানিয়ার কেরানীহাটের একটি ইটভাটা থেকে গ্রেপ্তার করে।

নিহত ইব্রাহিম খলিল ও তাঁর হত্যায় অভিযুক্ত মোশারফ হোসেন উপজেলার চর চান্দিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম চর চান্দিয়া এলাকার সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুদ্বীপ রায় বলেন, হত্যাকাণ্ডের পর মোশারফ হোসেন এলাকা ছেড়ে

পালিয়ে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেরানীহাট এলাকায় গিয়ে চট্টগ্রাম ব্রিকফিলড নামে একটি ব্রিকফিলডে কাজ নেন। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হয়ে সোনাগাজী মডেল থানা-পুলিশের দুটি দল আজ সকালে সেখানে অভিযান চালিয়ে মোশারফকে গ্রেপ্তার করে।

ওসি সুদ্বীপ রায় আরও বলেন, গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মোশারফ হোসেন তাঁর বড় ভাইকে মাথায় আঘাত করে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। আজ দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে ফেনীর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৯ মার্চ বিকেলে উপজেলার পশ্চিম চর চান্দিয়ায় বাড়ির পাশের একটি বাগানে গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতা কুড়ানোকে কেন্দ্র করে ইব্রাহিম খলিলের সঙ্গে তাঁর ভাই মোশারফের কথা-কাটাকাটি হয়। পরদিন আবারও একই বাগানে পাতা কুড়ানোকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার একপর্যায়ে মোশারফ হোসেন ও তাঁর স্ত্রী সুলাতানা আক্তার ইব্রাহিম খলিলকে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করলে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে ইব্রাহিম খলিলকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে ফেনী জেনারেল হাসপাতাল নেন। সেখান থেকে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় ১৫ মার্চ শুক্রবার রাতে নিহত ব্যক্তির স্ত্রী নাছিমা আক্তার বাদী হয়ে দেবর মোশারফ হোসেন ও তাঁর স্ত্রী সুলতানা আক্তারকে আসামি করে সোনাগাজী মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

Princess of Wales Kate Middleton Shares Cancer Diagnosis

In an announcement that has reverberated around the globe, Kate Middleton, the Princess of Wales, revealed in a poignant video message that she has been diagnosed with cancer. The news has deeply moved the public and members of the royal family alike, marking a challenging period for the monarchy, with both the future queen and King Charles now simultaneously battling cancer.

The princess shared that the diagnosis came after major abdominal surgery performed at The London Clinic earlier in the year. Despite the surgery's initial success, subsequent tests unveiled the presence of cancer, leading to a recommended course of preventative chemotherapy. At 42, Kate Middleton's courage in facing her diagnosis and the transparency of her announcement has drawn admiration from all corners.

"This of course came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family," Kate disclosed in the video. Her husband, Prince William, alongside their children Prince George, Princess Charlotte, and Prince Louis, have been her pillars of support during these trying times.

The revelation ends weeks of speculation and rumours regarding the Princess's health, demonstrating the intense scrutiny public figures like her must navigate. Kate's manner of the announcement—dressed in a simple blue and white striped jumper, speaking from a garden bench—added a deeply personal touch to the difficult news.

King Charles expressed his pride in Catherine's bravery. At the same time, messages of support have flooded in worldwide, including from the Duke and Duchess of Sussex, political leaders, and celebrities. Prime Minister Rishi Sunak and White House press secretary Karine Jean-Pierre were among those who publicly extended their well-wishes and emphasised the collective support Kate has garnered.

Kate's commitment to her recovery and her family was evident in her message, as she spoke of taking the time needed to explain her condition to her children and reassure them of her prognosis. "It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But, most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that is appropriate for them, and to reassure them that I am going to be OK," she said.

The Princess of Wales's health announcement has not only highlighted her personal battle but also shone a light on the challenges faced by those diagnosed with cancer. Her statement resonated with many, reminding those affected by the disease that they are not alone. "At this time, I am also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone," she emphasized.

As the news spreads, hashtags like "WeLoveYouCatherine" and "GetWellSoonCatherine" have trended, reflecting a wave of global support for Kate. The community's response underscores the widespread admiration for her strength and the collective hope for her swift recovery.

The Princess of Wales's road ahead involves balancing her health, family, and duties. Kensington Palace has requested privacy for the family during this period as Kate focuses on her treatment. The timeline for her return to public engagements remains uncertain, but Kate's resilience and determination have touched many hearts, uniting people in hope and support for her recovery.

UN expert accuses Israel of 'genocide' in Gaza

[picture: Francesca Albanese.jpg]

The United Nations Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories, Francesca Albanese, has issued a grave and ground-breaking report titled "Anatomy of a Genocide," alleging that Israel has committed acts amounting to genocide against Palestinians in Gaza. This report, arising from an extensive analysis of the devastating military operations and the dire humanitarian situation in Gaza, suggests that Israel has violated significant aspects of the UN Genocide Convention.

The report delineates the systematic violence and policies pursued by Israel in Gaza, which, according to Albanese, reveal an intent to destroy the Palestinian population as a distinct group physically.

The detailed findings highlight that over 30,000 Palestinians have been killed, including more than 13,000 children, with over 12,000 presumed dead under rubble and 71,000

injured, many suffering life-altering mutilations. The report underscores the severe and long-term implications of these actions, not only in terms of immediate loss of life but also in terms of the enduring trauma and the comprehensive destruction of Gaza's infrastructure, potentially affecting generations to come.

Albanese points to specific violations under the UN Genocide Convention, including killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, and deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. The evidence of Israel's actions, from the mass killings to the targeting of essential infrastructure, underpins the report's conclusion that the threshold for genocide has been met.

Israel's immediate rejection of the report as an "obscene inversion of reality" and its assertion that its war is against Hamas, not Palestinian civilians, contrasts sharply with the detailed observations and analyses presented by Albanese. The report challenges the international community's perception of the conflict and calls for urgent and decisive action to address these serious allegations.

The report further critiques the use of international humanitarian law by Israel as a veil for its actions, which Albanese describes as "humanitarian camouflage." This manipulation of legal frameworks to justify widespread and indiscriminate violence against civilians, as well as the destruction of life-sustaining infrastructure, is highlighted as part of a broader genocidal intent.

The allegations and evidence presented in "Anatomy of a Genocide" demand careful consideration and action from the international community. The report calls for accountability for the alleged acts of genocide and stresses the need for a reassessment of the conflict dynamics in Gaza. With its detailed analysis and the gravity of its conclusions, the report serves as a critical document for understanding the current situation in Gaza and the broader Israeli-Palestinian conflict, urging the international community to act to prevent further atrocities.

বিশ্বের ১৪টি পর্বতশৃঙ্গ আরোহনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এভারেস্টজয়ী আকি রহমান

দেড় মিলিয়ন পাউন্ড চ্যারিটি ফান্ড সংগ্রহের টার্গেট

এবার বিশ্বের ১৪টি উচুঁ পর্বত আরোহন করতে চান এভারেস্ট জয়ী আকি রহমান। এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে চান দেড় মিলিয়ন পাউন্ড। এসব অর্থ ফিলিস্তিনের গাজাসহ বিভিন্ন দেশের নিপীড়িত অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। পুরো মিশন বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য সংস্থা ’ইউকে ইসলামিক মিশ (ইউকেআইএম) ।

আকি রহমান এপ্রিল মাসের ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু করবেন পর্বত আরোহন। ধারাবাহিকভাবে ১৪টি পর্বত আরোহন শেষ করবেন ২০২৫ সালের আগষ্ট মাসে। এর মাধ্যমে তিনি হবেন বিশ্বের ৫২তম ব্যক্তি, যিনি ১৪টি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আরোহনের গৌরব অর্জন করবেন। এর আগে বিশ্বের মাত্র ৫১ জন ব্যক্তি এই মাইলফলক অর্জন করতে পেরেছিলেন।

আকি রহমান প্রথম ব্রিটিশ মুসলিম এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশী যিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছিলেন ২০২২ সালে । রোজা রেখে পবিত্র রামাদ্বান মাসে মাত্র ২১ ঘন্টায় এই সাহসী অভিযান তিনি সম্পন্ন করেন। পিক হিউমেনিটি নামে চ্যানেল এস-এর রামাদ্বান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট (আরএফসি) প্রজেক্টের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন ২ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড । তাঁর এই অর্জন ব্রিটেনের মূলধারায় ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল।

আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হবে পর্বত আরোহন চ্যালেঞ্জ। ৪ ধাপে ২৪ মাসে সম্পন্ন হবে ১৪টি পর্বত আরোহন । প্রথম ধাপে এপ্রিল থেকে জুন মাসে কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাউন্ট এভারেস্ট, লটসী ও মাকালু । দ্বিতীয় ধাপে জুন থেকে আগষ্টে নানগা পর্বত, গাসব্রম ওয়ান, গাসব্রম টু, ব্রড পিক ও কে টু । তৃতীয় ধাপে আগামী বছরের এপ্রিল থেকে জুনে আনাপুর্না, চু ইউ, শিশাপাগমা এবং চতুর্থ ধাপে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরে আরোহন করবেন মানাচলু ও দাওলাগিরি পর্বত।

আকি রহমানের পর্বত আরোহন থেকে সংগৃহিত অর্থ ইউকেআইএম এর মাধ্যম ফিলিস্তিনের গাজা, ব্রিটেনে কনিউনিটি ওয়েলবিয়িং প্রজেক্ট, চিলড্রেন এন্ড অরফান প্রজেক্ট এবং ইউকেআইএম এর আফ্রিকা, সিরিয়া, মরক্কো, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের গরিব অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

আকি রহমান মাত্র দেড় বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে পাড়ি জমান ইংল্যান্ডে । তাঁর শৈশব কেটেছে ওলডহ্যাম শহরে। ৫ ভাইয়ের মধ্যে আকি রহমান সবার বড়। স্ত্রী হেনা রহমান ও পরিবারের লোকজনের উৎসাহে আকি রহমান এভারেস্ট জয়ের পথে যাত্রা করেন । পর্বতারোহী আকি রহমান তিন সন্তানের জনক। এর আগে আকি রহমান এক এক করে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গে আরোহন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন । ২০২২ সালে হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পথে পা বাড়ান। ২০২০ সালের জুলাই মাসে আফ্রিকার তানজিনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পর্বত, যার উচ্চতা পাঁচ হাজার ৮৯৫ মিটার এবং মাউন্ট কিলিমানজারো জয় করে প্রথম সাফল্য অর্জন করেন

তিনি। এরপর ফ্রান্সের সবচেয়ে উঁচু পর্বত চার হাজার ৮১০ মিটার মন্ট ব্লাঙ্ক, যা মাউন্ট এভারেস্টের চেয়ে মাত্র ৩৮ মিটার ব্যবধান, ওই পর্বতটিও জয় করেন। একই বছরের অক্টোবরে তৃতীয়বার ২৪ ঘণ্টায় জয়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পর্বত মাউন্ট এল্‌ব্রস, যার উচ্চতা ৫৬৪২ মিটার, তা মাত্র ৮ ঘণ্টায় আরোহন করে বিজয়ী হন। এর পাশাপাশি রাশিয়ার কারবাদিনো-বলকারিয়াও জয় করেন আকি রহমান। এরপর ২০২১ সালে নেপালে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম পর্বত হিমালয় আমাদা ব্ল্যাম জয় করেন তিনি। যার উচ্চতা ছয় হাজার ৮৫৬ মিটার।

আকি রহমান তার এই পর্বত আরোহন মিশনে সবার সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেছেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলে যদি মানবতার কল্যান হয় তাতেই তিনি খুশি।

ইউকে আইএম এর ইভেন্ট ম্যানেজার সৈয়দ আহমেদ তাহির নাসির, আকি রহমানকে নিয়ে এই মহতি উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশী কমিউনিটির সহযোগিতা কামনা করেছেন। - বিজ্ঞপ্তি

অস্ত্রোপচারে বের হলো ২৫ ইঞ্চি লম্বা

ধারণ করলে তিনি কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান। সেখান থেকে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৌলভীবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানেও কোনো সমাধান না হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাঁকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গত রোববার বিকেলে ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি হন সমরা মুন্ডা। রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালের সার্জারি ইউনিট-২-এর প্রধান অধ্যাপক ডা. কাজী জানে আলমের নেতৃত্বে চারজন চিকিৎসক অস্ত্রোপচার শুরু করেন। অস্ত্রোপচারে চিকিৎসকেরা সমরা মুন্ডার পেটের ভেতরে একটি জীবন্ত কুঁচিয়া দেখতে পান। পরে সফলভাবে জীবন্ত অবস্থায় সেটি বের করে নিয়ে আসেন।

দুই ঘণ্টাব্যাপী এ অস্ত্রোপচারে অংশ নেন হাসপাতালের সার্জারি ইউনিট-২-এর সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. রাশেদুল ইসলাম ও ডা. তৌফিক আজিজ শাকুর।

এ অস্ত্রোপচারে অংশ নেওয়া চিকিৎসক রাশেদুল ইসলাম বলেন, 'ওই রোগী হাসপাতালে ভর্তির পর প্যান্টের ভেতর কুঁচিয়া ঢোকার বিষয়টি জানান। কিন্তু পায়ুপথ দিয়ে এটা ঢুকে গেছে বলে নিশ্চিত ছিলেন না। পরে রোগীর সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অস্ত্রোপচার শুরু হয়। পরে ২৫ ইঞ্চির মতো লম্বা কুঁচিয়া পেট থেকে জীবন্ত অবস্থায় বের করা হয়। এটি পেটের ভেতরে বৃহদান্ত্রে ৫ ইঞ্চি ছিদ্র করে ফেলে। ফলে পায়খানা পুরো পেটে ছড়িয়ে যায়। আমরা ওয়াশ করে দিয়েছি। হাই পাওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক চলছে। ইনফেকশন বা ভাইরাস ছড়ানোর শঙ্কা রয়েছে।'

এ বিষয়ে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, 'এটি একটি বিরল ঘটনা। ওসমানী হাসপাতালের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। আমাদের চিকিৎসকেরা দক্ষতার সঙ্গে পেটের ভেতর থেকে ২৫ ইঞ্চি লম্বা জীবন্ত কুঁচিয়া বের করে নিয়ে আসেন।' তিনি আরও বলেন, অস্ত্রোপচারটি খুবই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। বর্তমানে রোগী সুস্থ আছেন। তিনি কথাবার্তাও বলছেন।

ডা. মাহবুবুর রহমান বলেন বলেন, 'কুঁচিয়ার মুখ চোখা থাকায় এটি পেটের মধ্যে ছিদ্র করে ফেলে। বিশেষ করে তলপেটে একটি ছিদ্র করায় রোগীকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তবে চিকিৎসকেরা দ্রুত অস্ত্রোপচার করায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি।' বিরল এ অস্ত্রোপচার সফল করায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের পুরস্কৃত করা হবে বলেও জানান তিনি।

১০ বছরে ৬৪ হাজার অভিবাসীর

হিসেবে।

আইওএম বলেছে, তারা যে সংখ্যা উপস্থাপন করেছে তা প্রকৃত সংখ্যা থেকে অনেক কম। বার্লিনে আইওএমের ডাটা এনালিস্ট আঁদ্রে গারসিয়া বোরজা বলেন, ভূমধ্যসাগর হলো চরম ভয়াবহ এলাকা। এই পথে ভ্রমণ চরমমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, ভূমধ্যসাগরে মৃত্যুর যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তা হয়তো বাস্তব সংখ্যার কাছাকাছি। কিন্তু অন্য অঞ্চল, যেমন সাহারা মরুভূমির মতো অঞ্চলগুলো পর্যবেক্ষণ করা কঠিন। এসব স্থানে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া আরও কঠিন।

আইওএম বলেছে, যেসব মানুষ এই পথে অর্থাত সাহারা মরুভূমি অঞ্চলে নিখোঁজ হয়েছেন তার প্রতি তিনজনের মধ্যে দু'জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। অর্ধেক মৃত্যুর বিষয়ে মৃত ব্যক্তির লিঙ্গ বা বয়স নির্ধারণ করতে পারেনি আইওএম। তবুও যাদেরকে শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ যুদ্ধকবলিত দেশগুলোর। কোনো রকম নিরাপত্তা ছাড়া এসব মানুষ যুদ্ধকবলিত এলাকা থেকে পালাচ্ছে। এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তারা কী নির্মমতার মুখোমুখি।

২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে অভিবাসন রুটে মারা গেছেন কমপক্ষে ৮৫০০ মানুষ। এক দশক আগে আইওএম ডাটা সংগ্রহ শুরু করে। তখন থেকে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রাণঘাতী বছর। এখন পর্যন্ত এ বছর যে পরিমাণ মানুষ এভাবে মারা যাওয়ার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা কম উদ্বেগের নয়।

২০২৩ সালের তুলনায় ভূমধ্যসাগরে আগত অভিবাসীর সংখ্যা কমেছে। তবু সেখানে গত বছরের মতোই উর্ধ্বোমুখী মৃতের সংখ্যা। আইওএম বলেছে, তল্লাশি এবং উদ্ধার সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়ে অভিবাসীদের মৃত্যু কমিয়ে আনা যাবে।

আপিল আদালতেও শামীমার

করার অনুমতি চেয়ে আপিল আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন শামীমা। তবে তা খারিজ হয়ে গেছে। এখন মামলাটি নিয়ে শুনানি করতে শামীমাকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাতে হবে।

২৪ বছর বয়সী শামীমা বেগম ৯ বছর আগে যুক্তরাজ্য থেকে পালিয়ে সিরিয়ায় গিয়ে আইএসের সঙ্গে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। জাতীয় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্য সরকার তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে।

ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিলের সে সরকারি সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আইনি লড়াই চালাচ্ছেন শামীমা বেগম। চলতি বছরের শুরুর দিকে আপিল আদালতের তিনজন বিচারপতি সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার আবেদন খারিজ করে দেন।

শামীমার আইনজীবীরা বলছেন, ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি বেআইনি। কারণ, শামীমা মানব পাচারের শিকার হয়েছিলেন কি না, তা ব্রিটিশ কর্মকর্তারা যথাযথভাবে বিবেচনা করেননি।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামীমা বেগমের জন্ম যুক্তরাজ্যে। ২০১৫ সালে যে তিন কিশোরী আইএসকে সমর্থন জানাতে পূর্ব লন্ডন থেকে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন শামীমা। অপর দুজন তাঁরই বন্ধু। তাঁদের নাম খাদিজা সুলতানা ও আমিরা আবাসি। ধারণা করা হয়, খাদিজা মারা গেছেন। তবে আবাসির কী পরিণতি হয়েছে, তা জানা যায়নি।

শামীমা বেগম তিন বছরের বেশি সময় ধরে আইএসের নিয়মকানুন ও শাসনের অধীনে ছিলেন। শামীমা নেদারল্যান্ডস থেকে সিরিয়ায় যাওয়া এক আইএস সদস্যকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্বামী এখন কুর্দিদের একটি আটককেন্দ্রে বন্দী। শামীমা ও তাঁর স্বামী রাকাতে থাকতেন। তাঁদের তিনটি সন্তান হয়েছিল। তবে তারা সবাই মারা গেছে।

২০১৯ সালে আইএস পরাজিত হওয়ার পর সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে আল-রোজ শিবিরে শামীমার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি এখনো সেখানে আছেন।

শামীমার আইনজীবীরা বলছেন, শিবিরের অবস্থা সংকটাপূর্ণ। সেখানে বসবাসকারীরা 'অনেকটাই অনাহারে' দিন কাটাচ্ছেন। রোগবালাই সেখানকার নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে।

শামীমার পক্ষ থেকে দেওয়া এক লিখিত বিবৃতিতে তাঁর আইনজীবীরা লিখেছেন, 'বাস্তবতা হলো, অন্য ব্রিটিশ নারী ও শিশুদের সঙ্গে শামীমাকে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় একটি কারা শিবিরে নির্বিচারে আটকে রাখা হয়েছে।'

শামীমা বেগম স্বীকার করেছেন, তিনি জেনেশুনেই একটি নিষিদ্ধ সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। তবে এখন এ জন্য অনুশোচনা বোধ করেন। বলেছেন, তিনি 'লজ্জিত'।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, যুক্তরাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করাটা তাঁদের অগ্রাধিকারের বিষয়। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এমন যেকোনো সিদ্ধান্তে তাঁরা অটল থাকবেন।

ওয়েলকাম বোর্ডে যুক্ত

জানা যায়, ১৮৭১ সালে নির্মিত হয়েছিলো রচডেলের নজরকাড়া টাউন হল। তখনকার সময়ে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে অত্যাধুনিক স্থাপত্যশৈলির মধ্যে অন্যতম ছিলো এটি। এর নির্মাণ ব্যয় হয়েছিলো তৎকালীন সময়ে ১'শ ৫৫ হাজার পাউন্ড। প্রায় দেড়'শ বছরের পুরনো এই টাউন হলটি সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে ১৬ মিলিয়ন পাউন্ডে। সংস্কার শেষে জন সাধারনের জন্য ভবনটি উম্মুক্ত করা হয়েছে। প্রতিদিন শত শত মানুষ এসে ভবনটি পরিদর্শন করছেন।

এই টাউন হলটি ব্যাপক আলোচিত ও পরিচিত ব্রিটেনে এ জন্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় টাউন হলটি দখল করতে চেয়েছিলেন এডলপ হিটলার। তিনি এখান থেকে ব্রিটেন শাসন করতে চেয়েছিলেন।

গ্রেটার ম্যানচেষ্টারের ছোট একটি শহর রচডেল। ৬৫ বছর আগে কটন মিলে কাজের সুবাদে রচডেলে পাড়ি জমিয়েছিলেন বাংলাদেশীরা। প্রায় ১৫ হাজার বাংলাদেশীর বসবাস এই শহরে। এথনিক কমিউনিটি হিসেবে রচডেলে পাকিস্তানীদের পরেই অবস্থান বাংলাদেশীদের। রচডেল কাউন্সিলে বাংলাদেশী অরিজিন একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি হলেন কাউন্সিলার সৈয়দ আলী আহমদ। তিনি গত মেয়াদে রচডেলের সিভিক মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর আগেও লেবার পার্টি থেকে কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছিলেন ফারুক আহমেদ এবং শেফালী আহমেদ।

গাজায় ২ হাজার টন খাদ্য পাঠাল

কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) অভাবী পরিবারগুলোতে খাবারগুলো বিতরণ করছে। যুক্তরাজ্যের এই ত্রাণ সহায়তায় ২৭৫,০০০ জনেরও বেশি মানুষের খাবারের জোগান দেওয়া সম্ভব। সাহায্য সংস্থাগুলোর মতে, গাজায় খাদ্য, ওষুধ এবং বিশুদ্ধ পানির ঘাটতি ক্রমেই বাড়ছে।

জাতিসংঘ সমর্থিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ এবং সমগ্র গাজা উপত্যকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা 'বিপর্যয়কর ক্ষুধা'র সম্মুখীন।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ক্যামেরন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আরও সাহায্য পেতে আমাদের সড়কপথে টেকসই মানবিক প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। আমরা ইসরাইলকে আরও ক্রসিং খোলার অনুমতি দিতে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য এবং স্বাস্থ্যসেবা, জল এবং স্যানিটেশন পুনরুদ্ধারের জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছি।' তবে গাজায় চলমান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কানাডা সরকার ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত রেখেছে। মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানিয়া জোলি বিষয়টির ঘোষণা করেছেন। এর আগে সোমবার দীর্ঘ বিতর্কের পর অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার জন্য আইনপ্রণেতারা ২০৪-১১৭ ভোট দেওয়ার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দ্য টরন্টো স্টার সংবাদপত্রকে জোলি বলেছেন, 'এটি একটি বাস্তব জিনিস। একটি অস্ত্র বিক্রয় স্থগিতাদেশের জন্য কিন্তু এটি একটি সম্পূর্ণ

নিষেধাজ্ঞায় পরিবর্তিত হয়েছিল।' এদিকে ত্রাণের গাড়িতে আবারও হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। খাদ্য সরবরাহকারী কনভয়ে ইসরাইলের হামলায় নিহত হয়েছে ২৩ জন। হামাস জানিয়েছে, নিহতরা উত্তর গাজায় ত্রাণ রক্ষা ও বিতরণের সঙ্গে জড়িত উপজাতীয় গোষ্ঠী। তারা সেখানকার জনপ্রিয় সুরক্ষা কমিটি নামে পরিচিত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাজা শহরের একটি প্রধান গোলচত্বরে ইসরাইলি বিমান হামলায় তারা নিহত হয়। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইলি হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩১,৯২৩ হয়েছে এবং ৭৪,০৯৬ জন আহত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ১০৪ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আহত হয়েছেন ১৬২ জন। সূত্র : যুগান্তর

জনতা ব্যাংকের ভলট থেকে ৫ কোটি টাকা উধাও, তিন কর্মকর্তা আটক

ঢাকা, ২৬ মার্চ : সিরাজগঞ্জে জনতা ব্যাংকের ৫ কোটি ২২ লাখ টাকা চুরির দায়ে শাখা ব্যবস্থাপকসহ দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে ফৌজদারি আইনে ৫৪ ধারায় চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনজনকে আদালতে প্রেরণ করেছে বেলকুচি থানা পুলিশ।

আটককৃতরা হলেন- জনতা ব্যাংক তামাই শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সিরাজগঞ্জ ধানবান্দি পৌর এলাকার আল আমিন (৪২), বগুড়ার ধুনট থানার বেলকুচি গ্রামের সহকারী ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম (৩৪)

ও সিরাজগঞ্জ বনবাড়িয়া কাদাই গ্রামের অফিসার রাশেদুল ইসলাম (৩১)। গতকাল দুপুরে জনতা ব্যাংক পিএলসি সিরাজগঞ্জ এরিয়া অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, লিখিত অভিযোগের পর জনতা ব্যাংক তামাই শাখার ক্যাশ লেনদেনে সন্দেহ হয়। পরে গত রোববার তামাই শাখায় উপস্থিত হয়ে লেনদেনের সমস্ত কিছু অডিট শেষে দেখে ক্যাশভোলটে ৫ কোটি ২২ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা হিসাব গড়মিল। এ সময় তামাই জনতা ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপক, সহকারী ব্যবস্থাপক ও অফিসারের কাছে জানতে চাইলে তারা এই টাকা চুরি করেছে বলে স্বীকার করে। তিনি আরও বলেন, অভিযুক্তরা স্বীকার করে তারা এই টাকা চুরি করেছে। জনতা ব্যাংক ঢাকা হেড অফিস যাচাই-বাছাই করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে তিনি জানান।

এ বিষয়ে বেলকুচি থানার অফিসার ইনচার্জ আনিসুর রহমান বলেন, জনতা ব্যাংক তামাই শাখা হিসাবে ৫ কোটি ২২ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার গড়মিল থাকায় শাখা ব্যবস্থাপকসহ ৪-৫ জনের নামে অভিযোগ দিলে ব্যাংকের তিনজন অফিসারকে আটক করে জেলহাজতে পাঠিয়েছি এবং যেহেতু টাকা লেনদেনের বিষয় সেই কারণে অভিযোগ পত্রটি দুদকে পাঠিয়েছি।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

পেটব্যথা নিয়ে ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি

অস্ত্রোপচারে বের হলো ২৫ ইঞ্চি লম্বা জীবন্ত কুঁচিয়া

সিলেট প্রতিনিধি, ২৯ মার্চ ২০২৪ : প্রচণ্ড পেটব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৫৫ বছর বয়সী সমরা মুন্ডা। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর তলপেটে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান। এরপর অস্ত্রোপচার করে দেখা যায়, সমরা মুন্ডার পেটের ভেতর প্রায় ২৫ ইঞ্চি লম্বা একটি জীবন্ত কুঁচিয়া নড়াচড়া করছে। এরপর সেটি সফলভাবে বের করে আনা হয়।

গত ২৪ মার্চ রোববার সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ অস্ত্রোপচার করা হয়। সমরা মুন্ডা মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার

রহিমপুর মির্তিঙ্গা চা-বাগান এলাকার ধন মুন্ডার ছেলে। সমরা মুন্ডা পেশায় জেলে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, জীবন্ত কুঁচিয়া সমরা মুন্ডার পেটের ভেতরে ছিদ্র করে ফেলেছিল। যে কারণে মারাত্মক ঝুঁকিতে ছিলেন রোগী। এ ধরনের ঘটনা বিরল ও অবিশ্বাস্য!

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার নিজ এলাকায় হাওরে মাছ ধরতে যান সমরা মুন্ডা। দুই হাতে দুটি কুঁচিয়া থাকা অবস্থায় তিনি কাদামাটিতে আটকে পড়েন। এ সময় হাতে থাকা একটি কুঁচিয়া তাঁর প্যান্টের ভেতরে ঢুকে যায়। আরেকটি কাদায় পড়ে যায়। তখন তিনি অনুভব করেন তাঁর পায়ুপথে কিছু একটা ঢুকছে। তবে গুরুত্ব না দিয়ে বাড়ি চলে যান। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পেটে ব্যথা অনুভব করেন। একপর্যায়ে পেটব্যাথা প্রকট আকার ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

১০ বছরে ৬৪ হাজার অভিবাসীর মৃত্যু

সাগরেই সলিল সমাধি ৩৬ হাজারের

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ : গত ১০ বছরে কমপক্ষে ৬৪ হাজার অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে পানিতে ডুবে। অভিবাসন বিষয়ক জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এ রিপোর্ট দিয়েছে। এই হিসাবে পানিতে ডুবে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৩৬ হাজার। খবর বার্তা সংস্থা এএফপির।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পানিতে ডুবে যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সমুদ্রে ডুবেছেন। এর মধ্যে আবার ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা গেছেন কমপক্ষে ২৭ হাজার অভিবাসী। উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপের দক্ষিণে পৌঁছানোর জন্য এই সাগরকে দেখা হয় গুরুত্বপূর্ণ রুট ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

রচডেল কাউন্সিলের দুঃখ প্রকাশ

ওয়েলকাম বোর্ডে যুক্ত হলো ‘স্বাগতম’

অবশেষে রচডেল কাউন্সিলের টাউন হলের ওয়েলকাম বোর্ডে বাংলা যুক্ত হলো। অন্যান্য ভাষার সাথে বাংলায় ‘স্বাগতম’ লেখাটি এখন শোভা পাচ্ছে। প্রায় ১৬ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে সংস্কার হওয়া টাউন হলটির পুরনো বোর্ডে বাংলা ছিলো, কিন্তু নতুন বোর্ডে বাংলা বাদ পড়ার বিষয়টি উঠে আসে আইকে টিভির অনুসন্ধানে। রিপোর্টার ইব্রাহিম খলিল গত বুধবার এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করলে কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেকে কাউন্সিলে লিখিত প্রতিবাদ, ইমেইল বার্তা এবং ফোন করেন। এর জেরে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ দ্রুত বোর্ডটি অপসারন করে অফিশিয়ালী দুঃখ প্রকাশ করে। কাউন্সিলের চীফ এক্সিকিউটিভ স্টীভ রামবিলো লিখিত দুঃখ প্রকাশ করে বাংলা সংযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

গাজায় ২ হাজার টন খাদ্য পাঠাল যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ : গাজায় ২,০০০ টনের বেশি খাদ্য পাঠাল যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ এই খাবারের সহায়তা জর্ডান হয়ে অবরুদ্ধ অঞ্চলটিতে প্রবেশ করেছে। বুধবার ব্রিটেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার চেষ্টা

আপিল আদালতেও শামীমার আবেদন খারিজ

দেশ ডেস্ক, ২৯ মার্চ: লন্ডন থেকে সিরিয়ায় গিয়ে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটে (আইএস) যোগ দেওয়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামীমা বেগমের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার আরেকটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তকে ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk